পাক্ষিক

আহমদী

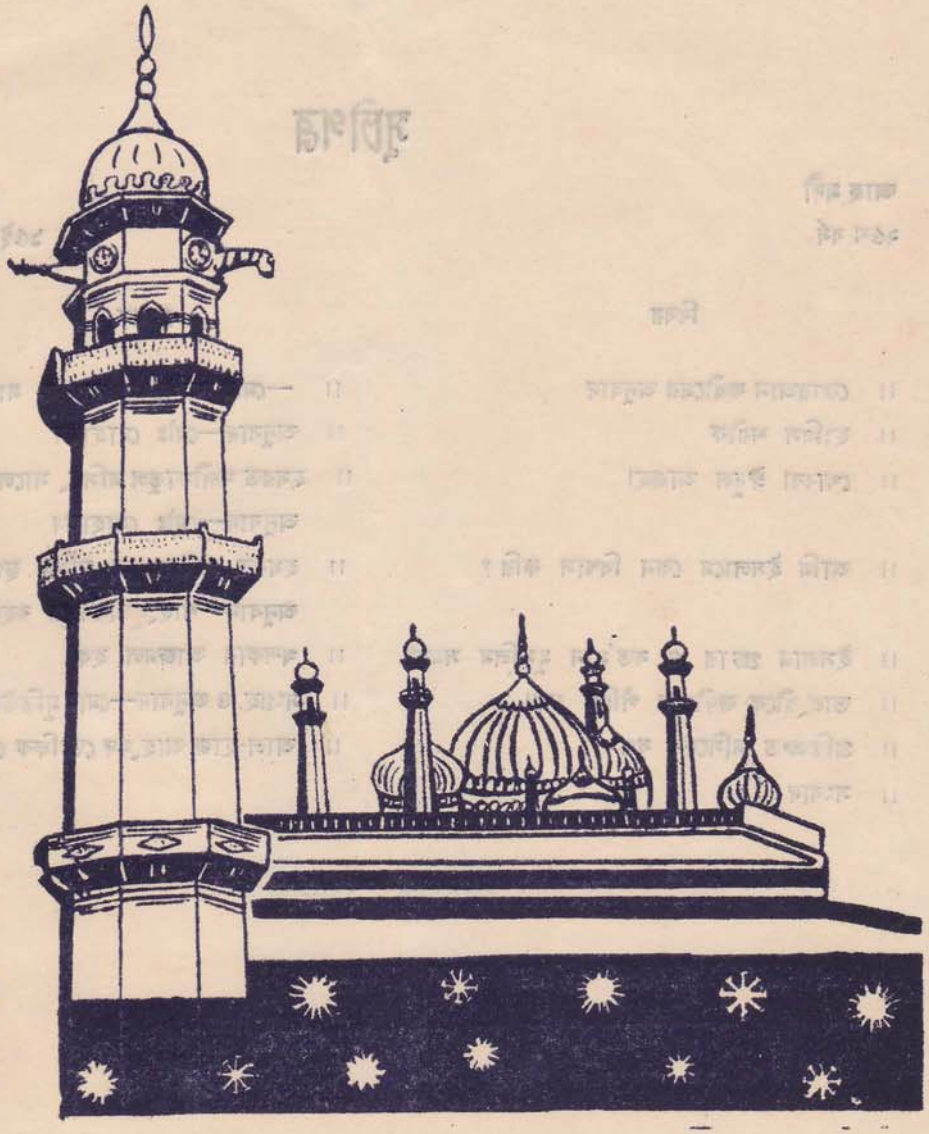

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৮ম সংখ্যা

৩১শে ভাদ্র ১৩৭৯ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ইং : ১৫ই তবুক, ১৩৫১ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ—ভারত ৬'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
২৫শ বর্ষ

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৩১০
হাদিস শরীফ	অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মদ	৩১২
খোৎবা ঈদুল আজহা	হযরত খলীফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মদ	৩১৩
আমি ইসলামে কেন বিশ্বাস করি?	হযরত খলিফাতুল মসিহ ছানী (রাঃ) অনুবাদ—শাহ্‌ মুস্তাফীজুর রহমান	৩২৫
ইসলাম প্রচার ও বর্তমান মুসলিম সমাজ	খন্দকার আজমল হক	৩৩১
তাহ্‌রীকে জদীদের পঁচিশ দফা	সংগ্রহ ও অনুবাদ—মোঃ মুতিউর রহমান	৩৩৬
প্রতিশ্রুত মসিহের যুগ	আল-হাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	৩৩৭
সংবাদ		৩৪২

ত্রুটি মার্জনা

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানান হইতেছে যে প্রেস পরিবর্ত্তনের জন্য "আহমদীর" যথারীতি প্রকাশনায় বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং উক্ত কারনেই ভিতরে ও কভার পেজে তারিখের তারতম্য রহিয়াছে।

بسم الله الرحمان الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ঃ ২৫শ বর্ষঃ ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যাঃ
১৬ই ভাদ্র, ১৩৭৯ঃ ৩১শে আগষ্ট, ১৯৭২ ইংঃ ৩১শে যহুর, ১৩৫১ হিজরী শামসীঃ

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ

॥ সুরা কাহ্‌ফ ॥

৩য় রুকু

১৯। এবং (হে পাঠক!) তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছে· অথচ তাহারা নিদ্রিত আছে এবং আমরা তাহাদিগকে ডান দিকেও ফিরাইব এবং বাম দিকেও; এবং তাহাদের কুকুরও (তাহাদের সঙ্গে) প্রাঙ্গনে উহার সম্মুখের দুই পা ছড়াইয়া (পাহারারত) থাকিবে। যদি তুমি তাহাদের (জাকজমকের অবস্থা) সম্বন্ধে অবহিত হইতে, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি তাহাদের নিকট হইতে পালাইয়া যাওয়ার জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে এবং তাহাদের ব্যাপারে ভীত বিবহ্‌ল হইয়া যাইতে।

২০। এবং এই ভাবেই আমরা তাহাদিগকে (অধপতনের অবস্থা হইতে) উত্থিত করি; ইহাতে তাহারা পরস্পরের মধ্যে (বিস্ময়ের সহিত, একে অন্যকে প্রশ্ন করিতে লাগিল (এবং) তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, "তোমরা এখানে কত কাল থাকিয়া ছিলে?" (অপরাপর) তাহারা বলিল, "আমরা এক দিবস কিংবা দিবসের কিছু অংশ থাকিয়া ছিলাম।" (তখন অপরাপর আরও যাহারা ছিল) তাহারা বলিল, "তোমাদিগের অবস্থান কাল সম্বন্ধে তোমাদের রবই সর্বোত্তমরূপে জানেন। সুতরাং (এই বিতর্ক ছাড় এবং) নিজেদের এই (পুরাতন) মুদ্রা সহকারে তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও শহরের দিকে পাঠাও; সে যেন (যাইয়া) দেখে যে উহার মধ্যে কাহার শস্য সর্বোত্তম। অতপর (যাহার শস্য সর্বোত্তম হয়) তাহার নিকট হইতে সে যেন কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসে এবং সে যেন চতুরতার সহিত (মানুষের) গোপন তথ্য জানার প্রয়াস পায়, আর তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও কখনও (কোন কিছু) জানিতে না দেয়।

২১। কেননা যদি তাহারা তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া ফেলে, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া বধ করিবে, কিংবা তোমাদিগকে (জোরপূর্বক) নিজেদের ধর্মে ফিরাইবে এবং সেই অবস্থায় তোমরা কখনও সফলকাম হইতে পারিবে না।

২২। এবং এমনি ভাবে আমরা (জনগনকে) ইহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে অবহিত করাইয়াছি, যাহাতে তাহারা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য সত্যই পূর্ণ হইবে এবং ইহাও যে, সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্তের (আগমন) সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের অবকাস নাই। (এবং সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন তাহারা আপন কার্য্য সম্পর্কে পরস্পর বহুসা করিতে লাগিল এবং তাহারা (একে অন্যকে) বলিল, "তোমরা তাহাদের (আবাস স্থলের) উপরে কোন সৌধ নির্মান কর।" তাহাদের রব তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী জানিতেন। (অবশেষে) যাহারা তাহাদের কথায় প্রাধান্য লাভ করিল, তাহারা বলিল, "আমরা ত তাহাদের (বাসস্থানের) উপরে মসজিদ (তথা গির্জা) তৈয়ার করিব।"

২৩। যাহারা তাহাদের প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নিশ্চয় তাহারা গায়েব (অজ্ঞাত বিষয়) সম্বন্ধে আন্দাজী কথাবার্ত্তা বলিতে গিয়া (কখনও) বলিবে যে, (তাহারা শুধু) তিন জন ছিল, যাহাদের মধ্যে চতুর্থ তাহাদের কুকুর ছিল; এবং (কখনও ইহা) বলিবে যে, (তাহারা) পাঁচ জন ছিল যাহাদের সহিত ষষ্ট ছিল তাহাদের কুকুর। আবার (তাহাদের মধ্যে কেহ এরূপও) বলিবে যে, (তাহারা) সাতজন ছিল এবং তাহাদের সহিত অষ্টম তাহাদের কুকুর ছিল। তুমি (তাহাদিগকে) বল যে, তাহাদের (সঠিক) সংখ্যা আমার রবই সর্বোত্তমরূপে জানেন। তাহাদের বিষয়ে খুব অল্প লোক ব্যতীত কেহই জানেনা। সুতরাং তুমি তাহাদের সম্পর্কে পাকা পাকি ভাবে বিতর্ক ছাড়া কোন বিতর্কে অবতরণ করিবে না এবং তাহাদের সম্বন্ধে (প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানার্থে) তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিবে না।

হাদিস শরীফ

(১)

সেই ব্যক্তি মুসলিম, যাহার জিহ্বা এবং হস্ত হইতে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ; এবং সেই ব্যক্তি মহাজের যে আল্লাহ কতৃক নিষিদ্ধ বস্তু হইতে হিজরত করে।

(বুখারী)

(২)

যে ব্যক্তি আমাদের নামাযে আসে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ করা প্রাণীর গোস্ত খায়, সেই ব্যক্তি মুসলিম, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহর জিম্মা এবং রসুলের জিম্মা আছে। সুতরাং আল্লাহর সহিত তাহার জিম্মার বিষয়ে বিশ্বাস ঘাতকতা করিও না।

(বুখারী)

(৩)

ওবেদা বিন সওয়ামেত বর্ণনা করিয়াছেন, একদল সাহাবা যখন আল্লাহর রসুলকে ঘিরিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার হস্তে প্রতিজ্ঞা কর যে তোমরা আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যাভিচার করিবে না, সন্তানগণকে হত্যা করিবে না, কাহারও সম্মুখে বা পশ্চাতে তাহার দুর্ণাম করিবে না, এবং সৎকর্ম অবহেলা করিবে না, তোমাদের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করিবে, আল্লাহর নিকট তাহার পুরস্কার রহিয়াছে; যে ব্যক্তি এইগুলির মধ্য হইতে কোনটি ভঙ্গ করিবে এবং তজ্জন্য আল্লাহ যদি তাহাকে ইহকালে শাস্তি দেন, ইহা তাহার জন্য কাফ্‌ফারা হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্য হইতে কোনটি ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ উহা গোপন রাখেন, সেই ব্যক্তি আল্লাহর মুষ্টির মধ্যে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন। আমরা তদনুযায়ী প্রতিজ্ঞা করিলাম।

(বুখারী ও মুসলিম)

(৪)

তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহর নিকট উত্তম আত্মসমর্পন করে, তাহার জন্য লিখা হয় প্রত্যেক ভাল কাজের উহার দশগুন হইতে সাতশতগুন পুরস্কার এবং তাহার প্রত্যেক পাপের জন্য, যাহা সে করে, মাত্র উহার অনুরূপ প্রসিফল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

(৫)

ইসলাম অল্প সংখ্যক লোক লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল এবং শীঘ্রই ইহা ফিরিবে যে ভাবে ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। কত সুখী সেই অল্প সংখ্যক লোক।

(মুসলিম)

(৬)

যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ করে, সে তাহাদের মধ্যে একজন।

(আবু দাউদ)

অনুবাদ—মোঃ মোহম্মদ

খুতবা ঈদুল আজহা

সাইয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

রবওয়া, ২৭ শে জানুয়ারী ১৯৭২ ইং,

অনুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মাদ

পরবর্তী সময় হইতে সারা দুনিয়ায় আহমদীয়া জামাত মক্কা মুকাররামার ঈদের দিনেই এই ঈদ পালন করিবে।

আমাদের দেল এ কথা পছন্দ করে না যে মক্কা মুকার্‌রামায় ঈদুল আজহার উপলক্ষে কুরবাণী অনুষ্ঠানের পূর্বেই আমরা কুরবাণী করি।

খোদা করুন ইসলামী ঐক্য বিধানে আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হউক।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের যুগই ইসলামের বিশ্ব জোড়া প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনাময় যুগ। কারণ এই বিজয়ের জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন ছিল। যথা, একঃ জগতের সকল মানুষ পরস্পরকে জানাশোনার মাধ্যমে যেন একটিমাত্র জাতি বা পরিবারে পরিনত হয়। দুইঃ যাতায়াতের সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত দুনিয়া যেন এক জাতি মণ্ডলীতে পরিণত হয়।

আজ আমেরিকায় কোন ঘটনা ঘটিলে, আমরা রেডিও দ্বারা এক ঘণ্টার মধ্যেই উহার সংবাদ পাই। কিন্তু এক যুগ ছিল যখন আরব হইতে কোন পর্য্যটক বিদেশে বাহির হইবার কালে আপন স্ত্রী-পুত্রের নিকট শেষ বিদায় লইয়া নির্গত হইত। কারণ সে ফিরিবে কিনা তাহা জানিত না। অবশ্য "ফিরিবে কি না' কথাগুলি সব সময়ে মানুষের পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে। কারণ জীবন মরণ আল্লাহ তালার হাতে। পর্য্যটক বহির্দেশে বছরের পর বছর ভ্রমণ করিয়া ফিরিত এবং পশ্চাতে তাহার পরিজন ও বন্ধুগণের নিকট তাহার কোন সংবাদ পৌছিত না যে সে কোথায় কি অবস্থায় আছে, সে জীবিত আছে কি মরিয়া গিয়াছে এবং তিন চার বৎসর অথবা পাঁচ ছয় বৎসর পরে দৃষ্টান্ত স্বরূপ চীন সফর করিয়া হেজাজ বা মক্কা মুকাররমা বা মদিনা মনোওয়ারা বা শ্যাম বা ইরাক অথবা যেখান হইতে সে যাত্রা করিয়াছিল সেখানে ফিরিয়া আসিত অথবা সে নিজ কেন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে বহু বৎসর ভ্রমণ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিত। তাহারা বহু মাস ধরিয়া নয় বরং বহু বৎসর ধরিয়া সফর করিত, কিন্তু বর্তমান সময়ের অবস্থা এই যে শব্দের গতি হইতে অধিকতর বেগবান জাহাজ তৈয়ার হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে বরং মানুষ ইহা অপেক্ষও দ্রুত গতি সম্পন্ন জাহাজ নির্ম্মানের পরিকল্পনা করিতেছে। যাহা হউক এখন পর্য্যন্ত যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তদ্বারা ঘণ্টায় দেড় বা দুই হাজার মাইল অথবা ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক গতি সম্পন্ন জাহাজ তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে লাহোর হইতে জিদ্দা পর্যন্ত কম

বেশী মাত্র এক বা দুই ঘণ্টার সফর। সুতরাং সফরের সহজ ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তার ও ব্রডকাষ্টিং-এর দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রচারিত হওয়ারও সহজ ব্যবস্থা হইয়াছে।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তার ও বেতারের ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে সর্ব জাতিয় ঐক্য যাহার ইঙ্গিত ليظهره على الدين كله আয়াতে করা হইয়াছে এবং যাহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা সংগঠিত হইবে, উহার বুনিয়াদ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) রাখিবেন এবং উহার সম্পাদনা তাঁহার খলিফাগণের দ্বারা হইবে।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর জীবদ্দশায় মক্কা মুকাররামায় তার বা টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং ব্রডকাষ্টিং-এর কোন ষ্টেশনও ছিল না তিনি ১৯০৮ সালে পরলোক গমন করেন। ১৯২৬ সালে জনৈক ব্যক্তি হজ করেন এবং হজ সম্বন্ধে ঐখানে এক পুস্তক লিখেন। উহাতে তিনি লিখেন যে হেজাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় শহর মক্কা মোকাররমা এবং সেখানে মাত্র একটি পোষ্ট অফিস আছে এবং সেই পোষ্ট অফিসে আমলা একজন পোষ্ট মাষ্টার এবং দুই জন হরকরা অর্থাৎ শহরে দুই জন ডাক বিলি করিত এবং ডাকঘরে একজন বসিয়া থাকিত।

পক্ষান্তরে বর্তমান সময়ে একটি বড় গ্রামেও ইহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আমলার প্রয়োজন হয়। মোটকথা তখনকার ডাক ও তারের এই অবস্থা ছিল। তবুও তখন হইতেই মানব মণ্ডলী সর্ব জাতীয় ঐক্যের দিকে পদক্ষেপ উঠাইয়াছিল। সর্ব জাতীয় ঐক্যের জন্য যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল উহার বুনিয়াদ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা রাখা হইয়াছিল। এবং পরিকল্পনা গৃহীত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু উহার সম্পাদনা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর খলিফাগণের সহিত নির্দিষ্ট ছিল।

ইতিপূর্বে আমি যেরূপ বলিয়াছি, শীঘ্রই সময় আসিবে যখন উড়োজাহাজ যোগে লাহোর হইতে এক ঘণ্টায় উড়িয়া জেদ্দায় পৌঁছা যাইবে। বাকী ব্রডকাষ্টিং এর কথা। ইহার দ্বারা এখন কয়েক মিনিটের মধ্যে সারা দুনিয়ার খবর পৌছান যায়।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে সর্ব জাতিয় ঐক্যের পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য সারা দুনিয়ার এমন এক অবস্থার মধ্যে আসা প্রয়োজন যাহাতে পরস্পর ধর্মীয় মত বিনিময়ের সহজে ব্যবস্থা হইয়া যায়। যথাঃ মোবাহেসা ও মোনাজেরা এবং পুস্তকের প্রকাশনা এবং রেডিওর মাধ্যমে মোবাহেসার ব্যবস্থা। এযাবৎ এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই তথাপি আল্লাহ তায়ালা যখন আহমদীগণকে বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর প্রভাব ও প্রতিপত্তি দান করিবেন, তখন ইনশাআল্লাহ রেডিওর মাধ্যমে বাহাস ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে এবং সেই সময়ও নিকটে আসিয়া পড়িবে যখন ইসলামের বিজয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজে সর্বপ্রকার জাগতিক উপকরণের সাহায্য লওয়া হইবে।

মোটকথা পুস্তক প্রকাশনার দিক হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পুস্তক সমুহের এইরূপ বহুল প্রকাশ হইতেছে যে দুনিয়ার কোন অংশ ইহা হইতে বঞ্চিত নহে। এই কাজ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন যদি দুনিয়ার কোন অংশ বঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে উহার কারণ এই নয় যে উপকরণ সীমাবদ্ধ বরং উহার কারণ এই যে আমাদের মধ্যে পূর্ণ জাগরণ সৃষ্টি হয় নাই অথবা আমাদের আর্থিক সম্বল সীমাবদ্ধ।

তবুও এই বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সুযোগ সুবিধার সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইনশাআল্লা ভবিষ্যতে অধিকতর সুযোগ সুবিধা হইতে থাকিবে।

বর্ত্তমানেও রেডিওর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা সম্ভব। এই জন্য আমার খেয়াল ছিল যে পশ্চিম অফ্রিকার দেশগুলি নিজেদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেখানে একটি ব্রডকাষ্টিং স্টেশান স্থাপন করুক। আমার মন চায় যে বর্ত্তমানে পৃথিবীর অর্বাপেক্ষা শক্তি শালী রেডিও ষ্টেশন হইতে আমাদের রেডিও ষ্টেশন অধিকতর শক্তিশালী হউক। আমার মনে হয় বর্ত্তমানে রাশিয়ার রেডিও ষ্টেশান সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। আল্লাহই ভাল জানেন। ইহা আমার ধারণা। কারণ যখন রাশিয়ার সংবাদ শুনা যায়, তখন মনে হয় মানুষ সামনে বসিয়া কথা বলিতেছে। অপরাপর স্থানের রেডিও ষ্টেশনের শব্দ রাশিয়ার রেডিওর শব্দের ন্যায় এত পরিষ্কার হয় না। হয়ত ইহাই দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় ষ্টেশন কিন্তু হইতে পারে যে চার পাঁচ বৎসর পরে যখন আমাদের ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন স্থাপন করিবার সৌভাগ্য লাভ হইবে তখন অন্য কোন দেশে অথবা স্বয়ং রুশেই ইহা হইতে অধিকতর শক্তিশালী ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন স্থাপিত হইবে।

যাহা হউক আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন উহাই হউক যেখান হইতে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহু আকবর ধ্বনী আসিতে থাকিবে এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উপর দুরুদ পঠিত হইবে। ইনশাআল্লাহ্‌ ঐ সময় শীঘ্র আসিবে। যাহা হউক ব্রডকাষ্টিং এর উপকরণ সহজ লভ্য হইয়াছে। সেই জন্য আমি চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে ইসলাম প্রচারের কাজে ইহা হইতে ফায়দা গ্রহণ করা হউক। কিন্তু যেহেতু দুনিয়ায় বড়ই বিদ্বেষ বিরাজমান এবং খ্রীষ্টান এবং ইহুদী যাহাদের হস্তে ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন রহিয়াছে তাহারা আমাদেরকে সুযোগ দেয় নাই। আমরা তাহাদিগকে পয়সা দিতেও প্রস্তুত কিন্তু তবুও তাহারা আমাদিগকে সময় সুযোগ দেয় না। তিন বৎসর হইল আমার খেয়াল হইয়াছিল যে আমাকে সুযোগ দিলে আমি কোন ঈদ উপলক্ষ্যে বকৃতা করি অর্থাৎ বর্ত্তমান ঈদের উপলক্ষ্যে নয় বরং কোন ঈদুল আজাহা বা ঈদুল ফিতরের উপলক্ষ্যে যাহার মধ্যে আমি সমস্ত দুনিয়াকে ঈদের বাণী পৌঁছাই। এই নগন্য বান্দার পক্ষ হইতে ঈদের পয়গাম একটিই মাত্র। উহা এই যে প্রত্যেক আহমদী যেন এই চেষ্টা করে যে ইসলামের বিশ্ব জোড়া প্রধান্য এবং উহার শেষ বিজয়ের দিন যেন নিকট হইতে নিকট তর হইতে থাকে। আমার এই পয়গাম সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া যাউক যাহা দুনিয়ার সকল আহমদী এবং তাহাদের বন্ধুগণ শুনিয়া লয়। কিন্তু যে সকল ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন পয়সা লইয়া স্ত্রীলোকদের লিপষ্টিকের উপকরনের ইস্তেহার দেয় তাহারাও আমার বকৃতা প্রচার করিতে অস্বীকার করিয়াছে। বস্তুত তাহারা পয়সা লইয়াও খোদাতায়ালা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নাম শুনাইবার জন্য সময় দিতে প্রস্তুত নহে।

যাহা হউক ইহা এক বিদ্বেষ, যাহার সূক্ষ তার বা ধাগা ইনশাআল্লা কাটিয়া যাইবে। যদিও তাহারা আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। যখন আল্লাহ তায়ালার শক্তি শালী হস্ত তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে তখন ইহা চরকায় বুনা এক সরু ধাগার ন্যায় ছিন্ন হইয়া যাইবে। কারণ খোদা তায়ালার শক্তি শালী হস্তের মোকাবেলায় ইহার না কোন শক্তি আছে না কোন অস্তিত্ব আছে। ইনশা-আল্লাহ ইহার অবসান হইয়া যাইবে।

তৃতীয় বিষয়

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) ইসলামের এই বিশ্ব জোড়া প্রাধান্যের জন্য তৃতীয় বস্তু যাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন উহাকে আমি দুই অংশে বিভক্ত করিতে চাই। প্রথম এই যে দুনিয়ার সকল জায়গায় ঐশী সাহায্য ও ঐশী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হইতে থাকুক এবং দ্বিতীয় এই যে আল্লাহ তায়ালার জবরদস্ত নিশান যাহা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতা সাব্যস্ত করিবার জন্য তাঁর রুহানী পুত্র হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে দেওয়া হইয়াছে উহার প্রত্যেকটি নিদর্শন যেখানেই প্রকাশিত হউক না কেন সারা দুনিয়া যেন উহা জানিতে পারে অর্থাৎ ব্রড কাষ্টিং অথবা পুস্তকাদির দ্বারা যেন উহার সংবাদ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। যথা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর জীবদ্দশায় ডুইয়ের সহিত মোকাবেলার নিদর্শন ডুই ছিলেন একজন আমেরিকান। পুনঃ হযরত নবী করিম (সাঃ) প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে এক আরও বড় জবরদস্ত নিদর্শন বর্ণন করিয়াছিলেন। উহা ছিল সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শন, যাহাকে 'দুইটি আয়াত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তদনুযায়ী এই নিদর্শন এক বৎসর আমাদের এলাকায় প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় বৎসর প্রতিশ্রুত তারিখ দ্বয়ে আমেরিকাতেও প্রকাশিত হয়। খোদাতায়ালা নিজ কুদরতের হস্তদ্বারা স্বয়ং উপকরণ সৃষ্টি করিয়া এই নিদর্শন গুলিকে সারা দুনিয়ায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে সারা জগত অবগতি লাভ করে।

ইহা ব্যতিরেকে আরও অনেক নিদর্শন আছে যথা

কবুলিয়তে দোওয়া।

ইহাও এক জবরদস্ত নিদর্শন। আল্লাহতায়ালার এই আজেয বান্দা, যে তাঁহার দীনের খেদমতে লাগিয়া আছে, তাহাকেও তিনি কবুলিয়াতে দোওয়ার নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন এবং কবুলিয়তে দোয়ার এই নিদর্শন প্রত্যেক দেশে বহু আকারে প্রকাশিত হইতেছে। এই নিদর্শন পশ্চিম আফ্রিকায়, পূর্ব আফ্রিকায়, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইউরোপ এবং দ্বীপ সমূহেও প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর জামাত এবং তাঁহার খলিফাগণের দ্বারা প্রত্যেক দেশে নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে।

অতএব এই তৃতীয় এবং জরুরী শর্ত যাহা জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য প্রয়োজন ছিল, উহা এমন ভাবে পুরা হইতেছে যে জবরদস্ত নিদর্শন আকারে প্রকাশ হইতেছে, যাহার বিস্তার অবগতির দিক দিয়া এবং নিদর্শন প্রকাশের দিক দিয়া অর্থাৎ ইহার মধ্যে অবগতি ও প্রকাশের সম্প্রসারণ এরূপ যে উহাদেরকে বিশ্বব্যাপী বলা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ জাতি সমূহের মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য ইহা এক প্রকার ভুমিকা ছিল। এই সমস্যা বুঝাইবার জন্য আমি যাহা এখন করিতে চাই উহা এই যে জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে যে অস্ত্র দিয়াছেন উহা হইল

হজ্জ

যেখানে বিশ্বের মুসলমান একত্রিত হয়। এবৎসর খবর প্রকাশিত হইয়াছে যে বিভিন্ন দেশ হইতে পাঁচ লক্ষ মুসলমান মক্কা মোকাররমায় একত্রিত হইয়া হজ ব্রত পালন করিয়াছে।

সুতরাং জাতিসমূহের ঐক্যের জন্য হজ্জের ফরিজা নির্ধারিত করা হইয়াছে। ইহা পালন করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মক্কা মোকাররমায় একত্রিত হইয়া থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে আরও হাজার রকমের উপকার আছে।

চাঁদের প্রথম বা দ্বিতীয় রাত্রির সহিত হজ্জকে বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। পরন্তু ইহার সম্বন্ধ চাঁদের নবম তারিখের সহিত। নবম তারিখে হজ্জ নির্ধারনের জন্য যে চন্দ্র দর্শনের ব্যবস্থা আছে উহা মক্কা ছাড়া অন্য কোন স্থানের চন্দ্র দর্শনের দ্বারা স্থির হয় না অর্থাৎ আরব ছাড়া অন্য কোন স্থানের দেখা চাঁদের দ্বারা হয় না। যথা ফিজিতে যে দিন এই মাসের চাঁদ দেখা যাইবে উহার দ্বারা হজ্জের দিন নির্ধারিত হইবে না অথবা আমেরিকায় যে দিন এই মাসের চাঁদ দেখা যাইবে, তদ্বারা হজ্জের দিন নির্ধারিত হইবে না। পাকিস্তান বা আফগানিস্থান বা হিন্দুস্থানের মুসলমানগন যদি এই মাসের চাঁদ দেখে, তাহা হইলে তাহাদের দেখা দিন হইতে গননা করিয়া হজ্জের তারিখ ধার্য হইবে না। যদিও হজ্জের তারিখ চন্দ্র দর্শনের উপর নির্ভর করে, কিন্তু এই চন্দ্র দর্শন মক্কা ও মদিনা হইতে হওয়া চাই এবং হজ্জ বা আরাফাতের দিন উহার পরিবর্তে অন্য কোথাওকার চন্দ্র-দর্শন দ্বারা স্থিরিকৃত হইতে পারে না।

হজ্জের ফরিজা

জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য রূপায়নের জন্য এক উপায় স্বরূপ। এতদ্ব্যতিরেকে ইহার আরও বহু উপকার আছে। কেহ যেন একথা মনে না করে যে, ইহার উপকার একমাত্র ইহাই। আল্লাহতায়ালার প্রত্যেক কাজের মধ্যে তাহার গুণাবলীর অসংখ্য প্রকাশ হইয়া থাকে। জাতিসমূহের ঐক্যের সহিত হজ্জের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহা এক নীতিগত বিষয়। এ বিষয়ে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করিয়াছেন। যাহাতে কোন অল্প বয়স্ক বা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে ধোকা না লাগে, সেইজন্য আমি প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলিলাম।

হজ্জের ফরিজার এক বড় উপকার এবং এক বড় উদ্দেশ্য জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপনায় সীমাবদ্ধ সহায়ক হওয়া। যদিও চন্দ্র দর্শনের সসিত হজ্জের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি ইহা সেই চন্দ্র-দর্শনের সহিত রহিয়াছে, যাহা মক্কা মুকাররামায় দৃশ্য হয়।

দ্বিতীয় কথা যাহা আমি বলিতে চাই, উহা এই যে আমাদের সব উলেমা এবং ফকিহ্‌ (অর্থাৎ ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ) এই কথায় এক প্রকার একমত যে, যদি কোন দেশের এক এলাকায় চাঁদ দেখা যায় এবং বাকী সারা দেশে চাঁদ দেখা না যায়, এবং যে এলাকায় চাঁদ দেখা গিয়াছে, সেখানে যাহারা চাঁদ দেখিয়াছে তাহাদের সাক্ষ্য এবং যাহারা সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে, সকলেই বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য হয়, তাহা হইলে যুগ ইমান বা সাশনকর্ত্তা ফয়সালা করিতে পারেন যে সমস্ত দেশে একই দিনে ঈদউৎসব পালিত হইবে। এই প্রকারের ফকিহ্‌গণ রোজার সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, একই দিনে সর্বত্র রোজা রাখিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশ ততদুর পর্যন্ত কার্যকরী হইবে যতদূর পর্যন্ত যুগ ইমাম বা সাশনকর্ত্তার আদেশ পৌঁছায়। যে এলাকায় তাঁহাদের আদেশ না পৌঁছে বা চাঁদ পরদিন দেখা যায়, সে এলাকার জন্য এ কথা খাটিবে না। বরং তাহারা তদনুযায়ী প্রথম দিনের রোজা রাখিবে। প্রসঙ্গক্রমে আমি এখানে রোজার কথা বলিয়াছি কারণ এই মসলাও কথার মধ্যে আসিয়া যায়। অর্থাৎ যতদুর পর্যন্ত সংবাদ পেঁাছে যুগ ইমাম বা যুগ খলিফার নির্দেশ বা ফয়সালা অনুযায়ী সকলে রমযান এবং ঈদ পালন করিবে যদিও চাঁদ দৃশ্য না হয়। মোট কথা ফকিহ্‌-গণ নীতিগতভাবে একমত হইয়া গিয়াছেন যে চন্দ্র দৃশ্য হউক বা না হউক যুগ ইমাম চন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে

সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে যাহাদের সাক্ষ্যকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবেন, তদনুযায়ী তিনি ফয়সালা করার অধিকারী।

তৃতীয় কথা এই যে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান। আমাদের সূর্য উদয়ের জন্য সকাল এক সময়ে এবং হেজাজে অন্য সময়ে হইয়া থাকে। ইহা আল্লাহতায়ালার প্রাকৃতিক বিধান। আল্লাহতায়ালা এই পৃথিবীকে প্রায় গোলাকার সৃষ্টি করিয়া এবং উহার জন্য এক বিশেষ কক্ষ পথ নির্ধারিত করিয়া উহাকে সেই পথে সঞ্চরণশীল থাকিবার আদেশ দিয়াছেন। এই বিষয়ে আরও অনেক কথা আছে কিন্তু আমি এখন উহার বিস্তারিত আলোচনায় যাইব না।

যাহা হউক সূর্যের উদয় ও অস্তের বিষয় এই যে আজকাল আমাদের এখানে সূর্য সকাল ছয়টায় উদিত হয়। লাহোর এবং আমাদের রবওয়ার মধ্যে সাত আট মিনিট তফাৎ হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী আমাদের এখানে যদি সকাল ছয়টায় সূর্য উদিত হয়, তাহা হইলে মক্কা মোকাররামার সময়ের দিক দিয়া দুই ঘণ্টা পরে অর্থাৎ ৮ ঘটিকার সময় সূর্য উঠিবে। এই ভাবে ইংলণ্ডে আমাদের সময় অনুযায়ী বেলা এগারটায় সূর্য উঠে। পুনঃ যেহেতু ইউরোপ এবং ইংলণ্ডের সময়ে অর্ধ ঘণ্টার তফাৎ আছে, সেই জন্য ইউরোপে সাড়ে চার ঘণ্টা পরে অর্থাৎ সাড়ে দশটায় সূর্য উঠে। আমেরিকা এবং আমাদের সময়ের মধ্যে ১২ ঘণ্টার তফাৎ আছে। তদনুযায়ী এখানে যদি সকাল ছয়টায় সূর্য উঠে, তাহা হইলে আমাদের এখানে যখন সন্ধ্যা ছয়টা তখন সেখানে সূর্য উঠে। আবার কোন এক জায়গার জন্য এক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারন করা যায় না, কারণ শীত ও গ্রীষ্মকালে দিন ছোট বড় হইয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক জায়গার জন্য সময় পৃথক হইয়া থাকে।

সুতরাং আমাদের এখানকার সময়ে ছয়টায় সূর্য উঠিলে, মক্কা মকাররামায় আটটার সময়ে, ইউরোপে সাড়ে দশটায়, ইংলণ্ডে ১১টায় এবং আমেরিকায় সন্ধ্যা ছয়টায় সূর্য উঠিবে।

ইহা প্রাকৃতিক পার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্য থাকা সত্বেও আমরা সকল স্থানের জন্য এক তারিখ যথা ১লা জানুয়ারী নির্ধারিত করি। সারা দুনিয়ায় এই তারিখ কার্যকরী অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে একই দিনকে ১লা জানুয়ারী বলা হয়। এ বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে সূর্য উদয়ের পার্থক্যের ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলীকে প্রাকৃতিক বিধানের আলোকে সমাধান করা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা মানুষকে এই অধিকার দিয়াছেন যে, সে নিজের সুবিধার জন্য বিশ্বের সকল কিছুর উপর আধিপত্য খাটাইবে। এই অধিকারের বলে মানুষ নিজের সুবিধার জন্য নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট কোন এক টুকরা যমীনে গাজর উৎপন্ন করে। সুতরাং কেবল স্থানের উপর নহে বরং সময়ের উপরও মানুষের আধিপত্য খাটাইবার অধিকার রহিয়াছে।

সকল বস্তু আল্লালতায়ালার সৃষ্ট।

সেইজন্য সকল বস্তুর উপর মানুষকে আধিপত্য দেওয়া হইয়াছে। তদনুযায়ী মানুষ নিজ সুবিধার জন্য সময়ের উপরও আধিপত্ত খাটায়। আমাদের সকল সময় অর্থাৎ ক্যালেণ্ডার ইত্যাদিও কিছুটা কৃত্রিম অর্থাৎ ইহাকে নিজ সুবিধার ছাঁচে ঢালিয়াছে।

প্রশ্ন উঠে যে এই দুনিয়ার দিন কোথা হইতে আরম্ভ হয়, কারণ দুনিয়া সকল সময় ঘুরিতেছে। গতকল্য আমার সহিত আবুল আত সাহেবের কথাবার্তা হইতেছিল যে, আমাদের পশ্চিমে অবস্থিত দেশে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা অধিকতর। কারণ তাহার অর্ধ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় পায় অর্থাৎ যেখানে সূর্য

অর্ধ ঘণ্টা পরে অস্তমিত হয়, সেখানে আরও অর্ধ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায়। আমি বলিলাম যে, যেখানে দুই ঘণ্টা পরে সূর্য অস্ত যায়, সেখানে দুই ঘণ্টা সময় লাভ হয়। এইভাবে জেদ্দাবাসীগণ চাঁদ দেখিবার জন্য পাকিস্তানবাসী অপেক্ষা দুই ঘণ্টা বেশী সময় লাভ করে। যে দেশ জেদ্দা হইতে তিন ঘণ্টা পশ্চিমে অবস্থিত, সে দেশ চাঁদ দেখিবার জন্য জেদ্দাবাসী অপেক্ষা তিন ঘণ্টা এবং আমাদের তুলনায় ৫ ঘণ্টা বেশী সময় পায় এবং আমেরিকা যাহা আমাদিগের নিকট হইতে ১২ ঘণ্টা পশ্চিমে অবস্থিত সেখানকার অধিবাসীগণ ১২ ঘণ্টা বেশী সময় পাইবে। অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার আরও পশ্চিমে অবস্থিত, সুতরাং সেখানকার অধিবাসীগন আরও বেশী সময় পাইবে। বর্মা অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে, সুতরাং বর্মাবাসীগন অষ্ট্রেলিয়া বাসীগন অপেক্ষা বেশী সময় পাইবে। পাকিস্তান বর্মার পশ্চিমে, সুতরাং পাকিস্তান বাসীগন বর্মাবাসীগন অপেক্ষাও বেশী সময় পাইবে। এইভাবে যুক্তির ধারা ঠিক থাকে না। এই জন্য মানুষের বুদ্ধি ইহাকে ভাঙ্গিয়াছে অর্থাৎ সময়কেও মানুষ কাবু করিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই যে বর্তমানে কোন্ স্থান হইতে দিনের আরম্ভ ধরা হইয়াছে অর্থাৎ এই নিয়ম ধার্য করা হইয়াছে যে এত ডিগ্রী হইতে দিন আরম্ভ হইবে এবং তদনুযায়ী দিনের চক্র চলিবে ?

আমি ইহা বলিতেছি এবং আমার অন্তরে প্রবল আকাঙ্খা জন্মিয়াছে যে মক্কা মোকাররামা হইতে দিন আরম্ভ হওয়া উচিত। এবিষয়ে মুসলিম জাহানকে সহযোগীতা করিতে হইবে। জগত যেখান হইতে খুশী তাহার দিন শুরু করুক, কিন্তু আমরা আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য দিনের আরম্ভ মক্কা মুকাররামার সময় ধরিয়া করিব।

আরও একটি কথা আছে। (আমি এখন অনেক কথা ১, ২, ৩, ৪ করিয়া বলিয়া যাইতেছি এবং পরিশেষে এক ফলশ্রুতি বাহির করিব।) আমাদের বুদ্ধি একথা মানিতে চাহে না এবং আমাদের অন্তর ইহা পছন্দ করে না যে মক্কা মুকাররামায় ঈদুল আজহা উপলক্ষে যে দিন পশু কুরবানী হইয়া থাকে, উহার এক বা দুই দিন পূর্বে আমরা আমাদের কুরবানী করি। আমি যখনই এ বিষয় চিন্তা করি, তখনই আমার মনের মধ্যে এক গুরুভার বোধ করি। আমার এক বন্ধু এই বিষয়াবলী সম্বন্ধে আমার সহিত একমত হইতেছিলেন না। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, আপনার অন্তর কি ইহা চাহে যে মক্কা মুকাররামায় কুরবানী অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আমরা এখানে কুরবানী দেই ? তিনি বলিলেন, ইহা তো অন্তর চাহে না। পুনঃরায় আমি বলিলাম, আমার অন্তর ইহাও চাহে না যে তাহাদের পরেও কুরবানী দিই। বরং অন্তর চাহে যে আমরা ঐ দিনই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কুরবানী দিই। হয়ত সময়ের দিক দিয়া ইহা সম্ভব হইবে না, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা পূর্বে কুরবানী করিব না। অবশ্য পরে যে কুরবানী দিতে হইবে, ইহা হয় ঐ দিনই হইতে পারে অথবা পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য হয়ত দ্বিতীয় দিন আসিয়া যাইবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই মক্কা মুকাররামায় ঈদুল আজহা উদযাপিত হওয়ার পূর্বে কোথাও ঈদ হওয়া উচিৎ নহে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এখনই পরিষ্কার হইয়া যাওয়া চাই কারণ বিজ্ঞান বর্তমানে এমন উন্নতি করিয়াছে যে আমরা ইহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। এই জন্য আমি, যাহাকে আল্লাহতায়ালা কোন গুণ দেখিয়া নহে বরং আপন

ফযলে আহমদীয়া জামাতের ইমাম করিয়াছেন, (সকল বিষয় আপনাদের নিকট বর্ণনা করিলাম যাহাতে আপনাদিগকে আস্থার সঙ্গে সকল বিষয় বুঝাইতে পারি এবং আশা করি যে আপনারা আমার কথা বুঝিয়াছেন) **এই এলান করিতেছি যে আগামীতে সারা জগতে আহমদীয়া জামাত ইনশাআল্লা মক্কা মুকাররামার ঈদের দিনেই ঈদ পালন করিবে** এবং সারা জগতের আহমদীগণ চেষ্টা করিবে যেন তাহারা তাহাদের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য **ইসলামী দিনের আরম্ভ** [অর্থাৎ যেখানে আমরা কোন বিশেষ বিন্দুতে হাত রাখিয়া বলিব যে এখান হইতে দিন আরম্ভ হয়,] সেই সূর্যোদয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া গণ্য করিবে যাহা মক্কা মুকররামা যেয়ারতের জন্য পূর্বদিক হইতে উদিত হইবে।

যেভাবে আমি পূর্বে ভূমিকায় বলিয়াছি উপরে বর্ণিত শর্তের সহিত কোন দেশে চাঁদের হিসাবে মক্কার পূর্বে ঈদ হইবে না। যথা এ বৎসর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে মক্কায় ঈদ হইয়াছে অর্থাৎ সেখানে একদিন পূর্বে হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ঠিক দৃষ্টান্তানুযায়ী কোথাও ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বে ঈদ হইবে না। এবং ২৫ শে জানুয়ারীর পূর্বে হজ্জ বা আরাফতের দিন ধরা হইবে না।

যাহা হউক, হজ্জের দিনের সম্বন্ধত সেখানের এবাদতের সহিত রহিয়াছে, কিন্তু ইহা ঈদুল আজহাই, যাহার সম্বন্ধ সাধারণ লোকের সহিতও বটে। যদি মক্কা মুকাররামায় ২৬ শে তারিখে ঈদ হয়, তাহা হইলে দুনিয়ার কোন দেশে আহমদীগণ ২৫ শে তারিখে ঈদ পালন করিবে না এবং একদিন পূর্বে কুরবানীও করিবে না। অবশ্য যেখানে যেখানে সম্ভব এবং ইনশাআল্লাহ, সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি হইতে হিসাব করিয়া এক তালিকা বানাইয়া উহাতে বিস্তারিতভাবে বলিয়া দেওয়া হইবে যে কোন কোন দেশের লোক ঐ তারিখেই ঈদ পালন করিতে পারিবে। এই ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর পালনের সময় সূর্য উদয় হইতে সূর্য ঢলার সময় পর্যন্ত। যেহেতু ঈদের নামাজের সময় সূর্যোদয় হইতে সূর্য ঢলার সময় পর্যন্ত, সুতরাং যে দেশে সূর্যোদয় ও উহার ঢলার মধ্যবর্তী সময় মক্কা মুকাররামার সময়ের সহিত মিল খায় অথবা কোন অংশ খাপ খায় অর্থাৎ মধ্যে মিলে, তাহা হইলে ঐ দেশে ঐ তারিখেই ঈদ হইবে। কিন্তু পূর্বে হইবে না। ইহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সময়ের দিক দিয়া আমি ইহাকে পরে করিয়া দিব এবং এইভাবে সারা দুনিয়ায় এক চক্র প্রস্তুত করিব। মোট কথা, হয় ঐদিনই ঈদ হইবে অথবা সূর্যের উদয় অস্তের পার্থক্যের ফলে যদি ঐ দিন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যখনই উহার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সময়ে সম্ভব হইবে, ঈদ পালন করিবে। এই বিরতি খুব সম্ভব একদিনের বেশী হইবে না। আমার বলার উদ্দেশ্য ইহাই যে প্রত্যেক স্থানে একই দিনে ঈদ হইবে।

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

আয়াত অনুযায়ী কোন মানুষের উপর তাহার বহিবার শক্তির বাহিরে বোঝা ন্যস্ত করা হয় নাই। ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের কুরবানী দিবার শেষ সীমা ইহাই যে, যদি জানের কুরবানী চাওয়া হয়, তাহা হইলে জানের কুরবানী দিবে। ইহার বেশী মানুষের নিকট হইতে আর কিছুই চাওয়া যাইবে না। যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে অর্থ চাওয়া যাইবে অথবা তুমি যে পরিমান প্রয়োজন মনে কর এবং দিতে পার উহা তুমি দিয়া দাও। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায়, হযরত আবু বকর (রাঃ) এক সময় ইহা বুঝিয়াছিলে যে **ইসলামের এখন** আমার

সমস্ত মালের প্রয়োজন। ইহা উপলব্ধি করিবার পর যদি তিনি কিছু রাখিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি গুনাহ্‌গার হইতেন। বস্তুতঃ তিনি নিজের সমস্ত মাল লইয়া আঁহযরত (সাঃ) এর খেদমতে পেশ করিয়া দিলেন। হযরত উমর (রাঃ) বুঝিয়াছিলেন যে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনার জন্য তাঁহার নিকট হইতে যে মালের কুরবানী দাবী করা হইয়াছে, উহার জন্য তাঁহার মালের অর্ধেকের প্রয়োজন আছে তদনুযায়ী তিনি তাঁহার অর্ধেক মাল আনিয়া পেশ করিলেম। তিনি যদি তাঁহার মালের অর্ধেক হইতে এক কপর্দকও কম আনিতেন, তাহা হইলে তিনি গুণাহগার হইতেন। কারণ তাঁহার বিবেক ইহাই ফয়সালা করিতেছিল যে এখন ইসলাম তোমার নিকট অর্ধেক মাল চাহিতেছে, অথচ তিনি অর্ধেকের কম মাল আনিতেছেন। পক্ষান্তরে অনেক সময়ে বলিতে হয় যে তোমাদের সব কিছু আন। এক যুদ্ধের উপলক্ষে হযরত নবী করিম (সাঃ) সাহাবা (রাঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমদের যাহার নিকট যাকিছু খাবার আছে, উহা আনিয়া একস্থানে জমা কর। যখন রেশন ধার্য করা হইল, তখন যাহার নিকট তিন মন খেজুর ছিল, তাহাকেও নির্দ্ধারিত হারেই রেশন দেওয়া হইল।

বস্তুতঃ কুরবানীর আহ্বান অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইসলামের বিজয়ের কাজ যদি এখন আমাদের সারা জীবনকে চাহে, তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের সারা জীবন ওয়াক্‌ফ্‌ করিয়া দিতে হইবে আমি বলিয়াছি যে, এক, জানের কুরবানী হইয়া থাকে আর এক, জীবনের কুরবানী হইয়া থাকে। সুতরাং যদি জানের কুরবানীর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জান দাও এবং যদি জীবন কুরবানী করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জীবন দাও। যদি মানের কুরবানীর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করিয়া নিজ সন্তানকে আল্লাহ্‌র পথে কুরবান করিয়া দাও। যদি জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে একই দিনে ঈদুল আজহা পালন করিতে হয় (যেমন সেই যুগ আসিয়াছে), তাহা হইলে তোমরা সকলে প্রফুল্ল চিত্তে একই দিনে ঈদ পালন কর। কিন্তু আল্লাহ্‌-তায়ালা তাঁহার প্রাকৃতিক বিধানে পৃথিবীর আকার এবং উহার কক্ষপথকে যেভাবে চাহিয়াছেন বানাইয়াছেন, সেইজন্য সেই বিধানানুযায়ী আমাদিগকে বিস্তারিত বিবরণ স্থির করিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। কিন্তু উহার ফলে এ কথা বুঝা যাইবে না যে একই দিনে ঈদ হয় নাই।

কারণ لا يكلف الله نفسا الا وسعها

আয়াতের আলোকে ঈদ এক দিনেই হইবে এবং এখানে বড় ঈদ অর্থাৎ ঈদুল আজহার কথা বলিতেছি যাহা মক্কা মুকাররামার ঈদের সহিত মিল খাইবে।

সুতরাং ফকিহ্‌গনের এই বক্তব্য যে, নির্ধারিত শর্তাদি যাহা সকলই জানেন তদনুযায়ী চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দানের জন্য যে কয়জন মানুষের দরকার তাহারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে তাহারা চাঁদ দেখিয়াছে এবং তাহারা যদি বিশ্বাস এবং নির্ভর যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হইলে, তাহাদের বক্তব্য অনুযায়ী এক জায়গায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে শাসনকর্তা অথবা যুগ ইমাম সারা দেশকে ঈদ পালন করিবার নির্দেশ দিতে পারে।

সুতরাং এই অধম দাস, আল্লাহতায়ালা যাহাকে স্বীয় ফযলে আহমদীয়া জামাতের ইমাম করিয়াছেন, [যদিও এই জামাত মানুষের চক্ষে হেয়, কিন্তু আল্লাহতায়ালার দৃষ্টিতে সম্মানিত] ঘোষণা করিতেছে যে তাহার সেই ভ্রাতাগণ যাহারা হযরত

মোহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামের দিকে আরোপিত ও বিশ্বাস যোগ্য এবং যাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং সংসারিক বিষয়াদীতে সত্যবাদী এবং সত্যকে গ্রহণকারী তাঁহারা মক্কায় যে চন্দ্র দর্শন করিবেন উহাকে সঠিক বলিয়া নির্ধারিত করা যাইতেছে এবং যেরূপ আমি বলিয়াছি, তদনুযারী একই দিনে অর্থাৎ মক্কা মুকারমামার ঈদুল আজহার দিনে সমস্ত জগতে আহমদীগন ঈদুল আজহা পালন করিবে।

আল্লাহতায়ালা ইহাতে বরকত দিন এবং তিনি আমাদিগকে জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সর্বাত্মক চেষ্টা করিবার তৌফিক দিন। খোদা করুন মক্কা মুকাররামার উপর যেহেতু পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জিম্মাদারী পড়িয়া গিয়াছে সুতরাং উহা যেন এই জিম্মাদারী পালন করিতে পারে। কারণ পূর্বে তাঁহারা নিজ এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী এন্তেজাম করিতেন। এখন তাঁহাদিগকে সারা দুনিয়াকে সম্মুখে রাখিয়া এন্তেজাম করিতে হইবে। এখন দুনিয়ার সকল দেশের একাংশ হইতে দাবী করা হইবে যেন তাঁহারা তাহাদিগকে যথা সময়ে সংবাদ দেন যাহাতে তদনুযায়ী ঈদুল আজহা পালন করার প্রস্তুতি লওয়া যায়।

যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমার জানা নাই কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে হেজাজের হুকুমত কখনও কখনও চাঁদ উঠিবার দুই তিন দিন পরে, এবং কখনও চার দিন পরে চন্দ্র দর্শনের এবং কোন্ তারিখে হজ্জ হইবে তাহার এলান করেন। এখন সমস্ত দুনিয়ার আহমদীগণের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট দরখাস্ত হইবে যেন তাঁহারা ঈদুল আজহার চন্দ্রের এলান ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করিয়া দেন যাহতে উক্ত তারিখ অনুযারী সারা দুনিয়ার আহমদী জামাত সমূহ ঈদুল আজহা পালন করার এন্তেযাম করিতে পারে।

কিন্তু আমি যেরূপ বলিয়া আসিয়াছি পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য আমাদিগকে নানারূপে এক দিন ঠিক করিতে হইবে। তথাপি প্রচলিত নিয়মে এবং আমাদিগের চিন্তাধারা অনুযায়ী উহা এক দিনই গণ্য হইবে, ঠিক সেইভাবে যেভাবে ১২ ঘণ্টার তফাৎ থাকা সত্বেও আমেরিকার ও পাকিস্তানের ১লা জানুয়ারীকে একই দিন ধরা হয়। আপনারা কখনও কল্পনা করেন নাই যে দুই তারিখ হইয়া গিয়াছে অথচ এক দেশে সূর্য সকাল ছয়টায় উদিত হয় এবং দ্বিতীয় দেশে প্রথম দেশের হিসাব অনুযায়ী সন্ধ্যা ছয়টায় সূর্য উদিত হয়। কিন্তু দুই দেশের এই প্রকার সূর্যোদয় ও অস্তের হিসাবেই ১লা জানুয়ারী ধরা হয়। কারণ কর্যতঃ দুই দেশেই ১ লা জানুয়ারীর তারিখ কার্যকরী রহিয়াছে এবং আমাদের সকল কাজকর্মের ব্যাপারে ১লা জানুয়ারী গণনা করি।

সুতরাং আমরা ঈদুল আজহা একই দিনে অনুষ্ঠান করা আরম্ভ করিতেছি এবং আমরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ঈদের সহিত আমাদের ঈদকে বাঁধিতেছি ঐ সমস্ত শর্ত সাপেক্ষ্যে, যাহা প্রাকৃতিক বিধান আমাদের উপর ন্যাস্ত করিয়া দিয়াছে।

সারা দুনিয়ার আহমদী জামাত সমূহ একই দিনে ঈদুল আজহা পালন করিবে। আল্লাহতায়ালা আপন ফযলে ইহাতে বরকত দান করুন।

দুনিয়ার সকল দেশের প্রতি আমার আর এক দরখাস্ত আছে। বর্তমানে দিনের আরম্ভ অর্থাৎ এই দুনিয়ার দিনের আরম্ভ এক বিন্দু হইতে হয় যাহাকে জিরো পয়েন্ট বলা হয়। কিন্তু আমার ধারনায় এই বিন্দু মক্কা মুকাররামা হওয়া চাই কারণ উহা 'উমমুল কুরা' অর্থাৎ উহা সকল শহর ও বসতির মা। সুতরাং ইহা সেই জিরু পয়েন্ট এবং কেন্দ্রীয় বিন্দু যেখান হইতে দিন আরম্ভ হইবে। কারণ আমাদের স্থির বিশ্বাস যে ইনশাআল্লাহ ইসলাম সারা দুনিয়ায়

জয়যুক্ত হইবে এবং প্রথম হইতে বানানো ফর্মুলা বাতিল করা হইবে এবং উহাকে ফাড়িয়া বাজে কাগজের টুকরীতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ইনশাআল্লাহ একদিন সেই সময়ও আসিয়া যাইবে যখন সারা দুনিয়ার দিন মক্কার দিন হইতে আরম্ভ হইবে এবং তদনুযায়ী আমাদের গননা হইবে এবং আমাদের সমস্যাবলীর মীমাংসা হইবে। খোদা করুন যেন সেই দিন শীঘ্র উদিত হয় এবং খোদা করুন যেন জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের আমাদের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়। আমি রাত্রে বড়ই দোওয়া করিয়াছি, হে আমার খোদা! আমার দ্বারা যেন কোন ভুল ফয়সালা হইয়া না যায়। এই জন্য আমি এখানে সকল বিষয় বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যে আগামি বার হইতে আমরা ঈদুল আজহা অর্থাৎ কুরবানীর ঈদ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে ফরমুলাতে ঠিক করিয়াছিলেন তদনুযায়ী ঠিক করিব অর্থাৎ মক্কা মুকাররামায় যে ফরমুলা অনুযায়ী ঈদুল আজহা পালন করা হয় আমরা তদনুযায়ী পালন করিব। আল্লাহতায়ালা আমাদিগের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং আমাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিন এবং যে সকল শর্ত তাঁহার প্রাকৃতিক ও শরীয়তের বিধানে আছে তদনুযায়ী আমরা অপরাপর কাজের বেলায় যেমন বিভিন্ন সময়ে সূর্যোদয় ও অস্তের পার্থক্য সত্বেও যেমন এক দিন স্থির করি তদ্রুপ আমরা ইসলামী জগতের জন্য এবং পরবর্তী ধাপে বিশ্ব মানবের জন্য মক্কা মুকাররামায় উদিত দিনের সহিত সারা জগতের দিনকে বাঁধিয়া দিব এবং খোদা করুন এই ভাবে জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্যের দিন নিকট হইতে নিকটতর হউক। আল্লা হুম্মা আমীন।

(হুজুর যখন দ্বীতিয় খোতবা পড়িতে লাগিলেন তখন বলিলেন) এই দোওয়া আমি আরম্ভে পড়িয়া ছিলাম এবং উহা সহসা ছিল। এখন আমি সুন্নত অনুযায়ী উহা আবার পড়িতেছি।

তদনুযায়ী দ্বিতীয় খোতবার পর হুজুর বলেন :—

এখন আমি দোওয়া করিব। সকল বন্ধু দোওয়া করুন যে পৃথিবীতে যে বিপ্লব আসিতেছে, উহা কখনও আমাদের বোধগম্য হয় এবং কখনও বোধগম্য হয় না কিন্তু আমরা বুঝি বা না বুঝি, আল্লাহতায়ালা স্বীয় ফজলে সেই সকল পরিবর্তন এবং বিপ্লবের ফলে এমন অবস্থার উদ্ভব করুন যাহাতে ইসলামের বিজয়ের দিন নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে। আসুন এখন আমরা দোওয়া করি।

এজতেমায়ী দোওয়ার পর হুজুর বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের জন্য কুরবাণীর এই ঈদকে বহুলাকারে মোবারক করুন।

—একটি বেতার কথিকা

কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি

হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)

আমাকে বলতে বলা হয়েছে যে, কেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি। প্রশ্নটা এর আগে আমি যখন স্বয়ং নিজেকে করেছিলাম, তখন যে জবাব আমি পেয়েছিলাম তা হলো, আর দশটা জিনিষকে আমি যে কারণে বিশ্বাস করে থাকি ঠিক সেই কারনে, অর্থাৎ ইহা সত্য বলেই বিশ্বাস করি। এর একটা অধিকতর বিস্তারিত জবাব হবে এই যে, আমার মতে, প্রতিটি ধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা হচ্ছে খোদাতায়ালার অস্তিত্ব এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। সুতরাং যে ধর্ম আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপন করতে সক্ষম তা' নিসন্দেহে সত্য ধর্ম। এবং একটা ধর্মের সত্য হওয়ার যুক্তিটাই সেই ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে যথেষ্ঠ।

ইসলাম দাবী করে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা একজন জীবন্ত খোদা ; এবং এযুগেও তিনি তাঁর সৃষ্টির কাছে তাঁর নিজেকে ঠিক তেমনি ভাবেই প্রকাশিত করে থাকেন, যেমন তিনি নিজেকে প্রকাশিত করতেন অতীতকালে। এই দাবীটা পরখ করা যেতে পারে দু'ভাবেঃ

খোদা তাঁর সন্ধানকারী কোনো মানুষের কাছে সরাসরি তাঁর নিদর্শন প্রকাশ করলে,

কিংবা

খোদা যে ব্যক্তির প্রতি নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, তাঁর জীবন আলোচনা করলে।

এই উভয় পথেই আমরা খোদার প্রতি বিশ্বাসী হতে পারি। খোদার ফজলে আমি তাঁদের মধ্যেই একজন যাঁদের প্রতি খোদাতায়ালা বহুবার বহু ব্যাপারে অলৌকিকভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন কাজেই ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করার জন্য আমার অন্ততঃ আর কোনো প্রমানের প্রয়োজন নেই। কেননা, আমি স্বয়ং আমার আপন ব্যক্তি সত্তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছি।

অবশ্য যাঁদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা নেই, তাদের উপকারের জন্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য আর যে সকল কারনে আমি ইসলামে বিশ্বাস করি সেগুলোর উল্লেখ এখানে করছি।

প্রথমতঃ আমি ইসলামকে বিশ্বাস করি এই জন্যে যে, ইহা—যে সকল বিষয়ের সমষ্টিকে ধর্ম বলে অভিহিত করা হয় তার কোনোটাকেই—অন্ধভাবে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য আমাকে বাধ্য করে না। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব এবং তাঁর গুনাবলীর প্রকৃতি ; ফেরেশতা ; প্রর্থনা এবং তার ফলাফল ; ঐশী বিধান এবং তার পরিধি ; এবাদত এবং তার প্রয়োজনীয়তা ; ঐশী কানুন এবং তার উপযোগীতা ; প্রত্যাদেশ বা অহী এবং তার গুরুত্ব ; পুনরুত্থান এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ; বেহশত

এবং দোজখ—এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম বিশদ ব্যাখ্যা দান করেছে এবং বহু শক্তিশালী যুক্তিদ্বারা এগুলোর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছে মানব মনের পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে। সুতরাং ইসলাম আমার কাছে শুধু ধর্মের অকিদার কথা পরিবেশন করেই ক্ষান্ত থাকে না, সেই সঙ্গে জ্ঞানের নিশ্চয়তাও দান করে, যা আমার বুদ্ধিমত্তাকে পরিতৃপ্ত করে এবং তাকে বাধ্য করে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিতে।

দ্বিতীয়তঃ আমি ইসলামে বিশ্বাস করি এই জন্য যে, ইহা কেবল অতীতকালের মানুষের অভিজ্ঞতাসমূহের ভিত্তির উপরেই ভর করে দাঁড়িয়ে নেই। ইহা যা শিখায় এবং যে সম্পর্কে গ্যারান্টি দেয়, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের জন্যেও প্রতিটি মানুষকে আমন্ত্রন জানায়। ইহা দাবী করে যে, প্রতিটি সত্যই কোনো না কোনো ভাবে এই পৃথিবীতেই পরখ করে দেখা যায়। ফলে ইহা আমার যুক্তিকেও সন্তুষ্ট করতে সক্ষম।

তৃতীয়তঃ আমি ইসলামকে বিশ্বাস করি কারণ, ইহা আমাকে শিক্ষা দেয় যে, খোদার কথায় এবং কাজের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। ফলে ইহা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সকল আপাতঃবিরোধের অবসান ঘটায়। ইহা আমাকে প্রকৃতির নিয়মাবলীকে অস্বীকার করতে কিংবা সেগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো কিছুকে মেনে নিতে বলে না। ইহা, পক্ষান্তরে, আমাকে প্রকৃতির নিয়মাবলী সম্পর্কে গবেষণা করতে এবং তা থেকে উপকৃত হবে প্রবুদ্ধ করে। ইহা আমাকে শিক্ষা দেয় যে, অহী বা ঐশীবানী যেহেতু খোদাতায়ালার কাছ থেকেই আসে এবং যেহেতু তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, সেহেতু তিনি যা করেন এবং তিনি যা বলেন তার মধ্যে কোন বিরোধ থাকতে পারে না। ইহা তার বানীকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে তার কার্যাবলী সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে; এবং তাঁর কার্যের তাৎপর্য অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে তাঁর বানী সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, এবং এইভাবে আমার বুদ্ধিবৃত্তির ঔৎসুক্য নিবৃত করে।

চতুর্থতঃ আমি ইসলামে বিশ্বাস করি কেননা, ইহা আমার স্বভাবজাত কামনা-বাসনাগুলিকে ধ্বংস করতে চায় না; বরঞ্চ সেগুলিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে দেয়। ইহা না আমার সকল কামনা-বসনাকে ধ্বংশ করে দিয়ে আমাকে একটা প্রস্তর খণ্ডে পরিণত করে; না সেগুলিকে অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত রেখে আমাকে একটা জন্তুতে পরিণত করে। পক্ষান্তরে, ইহা একজন সুদক্ষ সেচ প্রকৌশলীর ন্যায়—তিনি যেমন অনিয়ন্ত্রিত নদী-নালার পানিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেচ প্রনালী বা খালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে দিয়ে তার দ্বারা পতিত এলাকার উন্নয়ন সম্ভব করে তোলেন তেমনি—আমার স্বভাবজাত ইচ্ছা অভিলাস বা কামনা-বাসনাগুলিকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের মাধ্যমে সেগুলিকে অতি উন্নত নৈতিকগুণে রূপান্তরিত করে দেয়। ইহা আমাকে বলে না যে, খোদাতায়ালা তোমাকে একটি প্রেমভরা হৃদয় দান করেছেন বটে; কিন্তু তোমাকে একজন জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনে নিষেধ করেছেন। অথবা তিনি তোমাকে স্বাদ গ্রহণের অনুভূতি এবং সুখাদ্য নিরূপণের

ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু তোমাকে সেগুলি গ্রহণ করতে বারণ করেছেন। পক্ষান্তরে, ইহা আমাকে পবিত্র এবং বিধিসঙ্গতভাবে ভালবাসতে শিখায়, যার ফলে আমার সন্তান-সন্ততির মধ্যে আমার সকল সৎ বাসনাসমূহের সঞ্চারিত হওয়াকে নিশ্চিত করে দেয়। ইহা আমাকে সুখাদ্য গ্রহণে অনুমতি দান করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার সঙ্গত সীমাও নির্ধারণ করে দেয়; যাতে না শুধু আমিই তৃপ্তি-সহকারে ভোজন করি আর আমার প্রতিবেশীরা না খেয়ে থাকেন। ইহা এমনিভাবে আমার সকল স্বভাবজাত কামনা-বাসনাকে উন্নত মানের নৈতিক গুণে রূপান্তরিত করে দিয়ে আমার মানবিকতাকে স্বার্থক করে তোলে।

পঞ্চমতঃ, আমি ইসলামে বিশ্বাস করি এই জন্য যে, ইহা শুধু আমার সঙ্গেই যথাযথ এবং প্রেমভরা ব্যবহার করে না বরং সারা দুনিয়ার সঙ্গেই করে। ইহা আমাকে আমার নিজের প্রতি যে কর্তব্য শুধু তাকেই সম্পাদন করতে শিক্ষা দেয় না, বরং প্রতিটি মানুষের এবং প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্যেও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সে জন্য যথাবিধি নির্দেশও ইহা আমাকে দান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইহা পিতামাতার অধিকারের প্রতি এবং পিতামাতার জন্যে সন্তানের কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা সন্তানকে পিতামাতার প্রতি অনুগত এবং স্নেহসিক্ত ব্যবহারের জন্য তাকিদ দান করে, এবং সন্তান যদি কোনো সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতামাতাকে তার উত্তরাধিকার দান করে। অপরপক্ষে, সন্তানের প্রতি মায়া-মমতা এবং ভালবাসার জন্য পিতামাতাকে নির্দেশ দান করে। ইহা সন্তানকে ভালভাবে লালন-পালন করার জন্য, তাদেরকে সুন্দর সুন্দর গুণাবলীতে ভূষিত করার উদ্দেশ্যে তরবিয়ত করার জন্য এবং তাদের স্বাস্থের প্রতি নজর রাখার জন্য পিতা-মাতার প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। ইহা সন্তানকে পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করে। অনুরূপভাবে, ইহা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অতি উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টিরও আদেশ দান করে। এবং উভয়কে উভয়ের প্রয়োজন ও কামনা-বাসনা মেটা-নোর দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালনের জন্য এবং উভয়কে উভয়ের প্রতি সপ্রেম ব্যবহার করার জন্য আদেশ দান করে। এই বিষয়টিকে ইসলামের পবিত্র প্রবর্তক (দঃ) অতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন এই বলে:

"যে লোক দিনের বেলায় তার স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং রাতের বেলায় তার কাছে ভালবাসা নিবেদন করে সে মানব-স্বভাবের সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-পথে চলে।"

তিনি বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবহারে উত্তম।"

তিনি আরো বলেছেন:

"মেয়ে মানুষ ভঙ্গুর, সুতরাং পুরুষের উচিত তাদের সঙ্গে খুব সুক্ষ্ম-সুন্দর ও নম্র-নরম ব্যবহার করা, যেন তারা একটা কাঁচের জিনিষ নাড়াচাড়া করছে।"

ইসলাম মেয়েদের তালিম-তরবিয়ত বা শিক্ষা-ট্রেনিং এর জন্য বিশেষ জোর দিয়েছে। হযরত রসুল

রছুল (দঃ) বলেছেন :

"যে ব্যক্তি তার মেয়েকে ভালভাবে লালন-পালন করে, তাকে সুন্দরভাবে তরবিয়ত দান করে এবং শিক্ষা দান করে, সে তদ্বারা জান্নাত লাভের অধিকার পায়।"

ইসলাম ছেলেদের সাথে মেয়েদেরকেও পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করে।

আবার, ইহা শাসক এবং শাসিতকে ঠিক পথে চলার জন্য যথোপযুক্ত বিধি-নিষেধ দান করে! ইহা শাসনকারীকে নির্দেশ দেয় যে, তাদের উপরে যে অথরিটি দান করা হয়েছে তা' তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বরং আমানত। সুতরাং তাদের উচিত সৎ ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিদের ন্যায় যথাসাধ্য সেই আমানতের দায়িত্ব পালন করে চলা এবং জন-সাধরণের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার পরিচালনা করা। ইহা শাসিতকে বলে যে, শাসক নির্বাচন করার ক্ষমতা খোদার একটি দান হিসেবেই তোমাদের উপর ন্যাস্ত হয়েছে। সুতরাং খুব সতর্কতার সঙ্গে সেই সকল লোকের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ কর, যারা সত্যি সত্যিই যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি। এবং একবার সে ক্ষমতা তাদের 'পরে অর্পণ করার পর তোমাদের কর্তব্য তাদেরকে পূর্ণ সহযোগীতা দান করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা। যদি তোমরা তা কর, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা তাকেই ধ্বংস করতে চাবে যা তোমরা তোমাদের নিজ হাতে গড়ে তুলেছ। ইহা মালিক এবং শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করে দেয়। ইহা মালিককে নির্দেশ দেয় যে, তোমরা অবশ্যই শ্রমিকের সম্পূর্ণ পাওনা, এমনকি তার শরীরের ঘাম শুকোবার পূর্বেই, পরিশোধ করে দিবে। এবং তোমরা তোমাদের জন্যেই যারা কাজ করে তাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে না। কারণ, তারা তোমাদের ভাই, তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব খোদাতায়ালা তোমাদের উপরেই ন্যাস্ত করেছেন। তারাই হচ্ছে তোমাদের সমৃদ্ধির সত্যিকারের সহায়ক। সুতরাং তোমাদের উচিত হবে না তোমাদের নিজেদের গড়ে ওঠার স্তম্ভ এবং ক্ষমতার বুনিয়াদকে নির্বোধের ন্যায় নষ্ট করে ফেলতে চাওয়া। ইহা শ্রমিককে নির্দেশ দেয় যে, তুমি যখন কোনো লোকের কোনো কাজে ব্যাপৃত হও তখন তোমার উচিৎ সততা, নিষ্ঠা এবং অধ্যব-সায়ের সঙ্গে তোমার সে কর্তব্য সম্পাদন করা।

ইহা সুস্থ-সুঠাম স্বাস্থের অধিকারী শক্তিবান লোকদেরকে নির্দেশ দেয়, যেন তারা দুর্বল মানুষের প্রতি জবরদস্তিমূলক ব্যবহার না করে; এবং যারা শারীরিক বৈকল্যে বা অপকর্ষে ভুগছে তাদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার না করে। কারণ, এর ফলে ঘৃণার পরিবর্তে করুণারই উদ্রেক হয়।

ইহা বিত্তবানদেরকে নির্দেশ দেয় যে, তোমাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে দরিদ্র ব্যক্তিদের দেখা শোনা করার জন্য। এবং প্রতিবছর তোমা-দেরকে তোমাদের সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দারিদ্র ও দুঃখদুর্দশা নিবারণের জন্য এবং যাদের উন্নতির সম্বল নেই তাদের উন্নতির জন্য নিয়োগ করতে হবে। ইহা তাদেরকে এই শিক্ষাদান করে যে, সুদে টাকা ধার দিয়ে তারা যেন গরীবদের অক্ষমতাগুলিকে আরও বেশী প্রকট করে না তুলে,

বরং দান বা উপহার দিয়ে এবং শর্তবিহীন ঋণ দিয়ে যেন তাদেরকে সাহায্য করে। এখানে এই শিক্ষার মাধ্যমে এই ইংগিত দান করা হয়েছে যে, সম্পদ মানুষকে এই জন্যে দেওয়া হয়নি যে, তার দ্বারা সে বিলাসবহুল এবং উচ্ছৃখল জীবন যাপন করুক। পক্ষান্তরে তার উচিৎ তার এই সম্পদ সকল মানুষের কল্যানের জন্য খরচ করা এবং এই উপায়ে ইহকাল ও পরকালে উত্তম পুরুস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করা। অপর পক্ষে, ইহা গরীবদেরকেও এই শিক্ষা দান করে যে, তারা যেন অন্যদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি ঈর্ষাতুর ও লোলুপ দৃষ্টি না দেয়। কারণ, এই অনুভূতিগুলো ধীরে ধীরে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তাকে দেওয়া সকল ভাল গুনাবলীর লালনে তাকে অক্ষম করে তোলে। ইহা এই শিক্ষার মাধ্যমে, গরীব-দেরকে খোদার দেওয়া সেই অকল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করে যার ফলে তারা লাভজনক পথে এগিয়ে চলতে সক্ষম হয়। ইহা দরিদ্র জনসাধারণের অনুরূপ উন্নতির পথে সর্ব প্রকারের সহায়তা করার জন্য এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত হতে না দেওয়ার জন্য দেশের সরকারের প্রতি নির্দেশ দান করে।

ইহা যাদের পূর্বপুরুষগণ বিবিধ মহৎ কাজ করার ফলে মর্যাদা এবং সন্মান অর্জন করে গেছেন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অনুরূপ ভাবে মহৎ কাজ করার মধ্য দিয়ে সেই মর্যাদা এবং সেই সম্মান অক্ষুন্ন রাখা তাদেরও কর্তব্য। ইহা তাদেরকে সতর্ক করে দেয় এই জন্য যে, তারা যেন যারা অনুরূপ ভাবে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করে, কেননা সকল মানুষকে খোদা সমান করেই সৃষ্টি করেছেন। ইহা তাদেরকে আরও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যে আল্লাহ তাদেরকে এই সম্মান দান করেছেন তিনি অন্যদেরকে আরও অধিকতর সম্মানে ভূষিত করতে পারেন। যদি তারা তাদের-কে দেওয়া মর্যাদার অপব্যবহার করে এবং যাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন করে, তবে আজ যাদের বিরুদ্ধে তারা সীমা লঙ্ঘন করছে, ভবিষ্যতে তাদের দ্বারাই তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সীমা লঙন করার ভিত্তি স্থাপন করবে। সুতরাং তাদের উচিৎ নয় যে, তারা গর্বের সঙ্গে তাদের মহত্বকে তুলে ধরে; বরং অন্যদেরকে মহৎ করে তুলে ধরার মধ্যেই তাদের গর্ববোধ করা উচিৎ। কেননা, সেই সত্যিকার মহত্বের অধিকারী যে তার অধঃপতিত ভাইকে মহত্বে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালায়।

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কোন জাতি যেন অন্য কোনো জাতির বিরুদ্ধে আক্রমণ না চালায়; কোনো রাষ্ট্র যেন অপর কোনো রাষ্ট্রের সীমানা বলপূর্বক অতিক্রম না করে। প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি রাষ্ট্র যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীর কল্যানের নিমিত্ত একে অপরের সঙ্গে সহযোগীতা করে। ইহা কোনো জাতি, রাষ্ট্র বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে অন্য কিছু সংখ্যক জাতি

রাষ্ট্র বা ব্যক্তির আঁতাত সৃষ্টি করাকে নিষিদ্ধ করেছে। অপর পক্ষে ইহা শিক্ষা দেয় যে, সকল জাতি, রাষ্ট্র এবং সকল ব্যক্তির উচিৎ একে অপরের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে একে অপরকে কোনো প্রকারের আক্রমণ চালা থেকে বিরত রাখা, এবং যারা অনুন্নত তাদেরকে উন্নত করার জন্য পরস্পর পরস্পরের সহযোগীতা করা।

সংক্ষেপে, আমি দেখতে পাই যে, ইসলাম শান্তি ও সুখের জন্য ব্যবস্থা দান করেছে আমার জন্য এবং যারা ইহার ব্যবস্থাকৃত পথে চলে লাভ বান হতে চান তাঁদের জন্য—তা তাঁরা যে-ই হোন না কেন, যা-ই হোন না কেন আর যেখানেই থাকুন না কেন। আমি আমার নিজেকে যে কোন অবস্থায় বিদ্যমান রাখিনা কেন, আমি দেখতে পাই যে, ইসলাম সর্বাস্থায় সমভাবেই প্রয়োজনীয় এবং উপকারী আমার জন্য এবং আমার আওতাভুক্ত সকলের জন্য ; আমার প্রতিবেশীর জন্য এবং যাদের কথা আমি জানি না, যাদের কথা আমি শুনিনি তাদের জন্য ; পুরুষের জন্য এবং স্ত্রীলোকের জন্য ; বৃদ্ধের জন্য এবং যুবকের জন্য ; মালিকের জন্য এবং শ্রমিকের জন্য ধনীর জন্য এবং নির্ধনের জন্য ; বৃহৎ জাতি এবং ক্ষুদ্র জাতির জন্য ; আন্তর্জাতীয়তাবাদী এবং জাতীয়তাবাদীর জন্য ; এবং সর্বোপরি ইহা একটা সত্যিকারের সুনিশ্চিত সম্বন্ধ স্থাপন করে দেয় আমার এবং আমার স্রষ্টার মধ্যে।

আমি এতে বিশ্বাস করি। অতঃপর, কি করে আমি ইহা পরিত্যাগ করতে পারি এবং এর পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারি।...

* অনুবাদ : শাহ মুস্তাফীজুর রহমান *

ইসলাম প্রচার ও বর্ত্তমান মুসলিম সমাজ

খন্দকার আজমল হক

মানুষ খোদাকে ভুললেও খোদা তা'দের ভুলেন না। তাই যখন জড়বাদিতা মানুষকে গ্রাস করে ফেলে, যখন নানা প্রকার কুসংস্কারে মানুষ ডুবে যায়, যখন ধর্মীয় জীবন নিষ্প্রাণ হ'য়ে পড়ে, তখনই মহান স্রষ্টা নবী অবতারের আবির্ভাব ঘটান। হজরত আদম (আঃ) হ'তে আজ পর্যন্ত যত নবী এসেছেন, সবারই শিক্ষা ছিল, "এক আল্লাহর উপাসনা কর" মানুষ যে এক জাতি, সকলেরই ধর্ম্ম যে এক, বিভিন্ন দেশের নবীদের কার্যাবলি আলোচনা করলেই তা'র প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নবী এসে সেই দেশের জন সাধারণকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। পূর্ববর্ত্তি কালে মানুষ নবীর প্রদর্শিত পথ ভুলে সেই নবীকেই পুজা করা আরম্ভ করে। পূর্ব্বের নবীদের অনুগামীগণই আজ জগতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, পারশিক প্রভৃতি নামে পরিচিত।

মানব জাতির প্রাথমিক অবস্থার, শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যবস্থার অপ্রতুলতার দরুণ দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে আল্লাহ তা'র প্রতি ডাক দিবার জন্য তা'র দূত বা নবী প্রেরণ করতেন। কিন্তু পৃথিবী যখন এমন যুগে উপস্থিত হ'ল, যখন সকল দেশের সকল মানব এক সুত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ও সময় এলো, ঠিক সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বিশ্বের সকল মানুষকে তা'র স্রষ্টার প্রদর্শিত পথে চলবার জন্য বিশ্বের আশীষ রূপে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে জগতে পাঠান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন ঃ--

"কোল ইয়া আইওহান নাছ, ইন্নি রাছুলুল্লালে এলায়কোম জামিয়া নেল্লাজি লাহু মোলকোছ ছামাওয়াতে ওয়াল আরজে।" (আরাফ-১৫৯)

"হে মোহাম্মদ (দঃ) বল, হে মানব কুল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর নিকট হইতে রছুলরূপে প্রেরিত হইয়াছি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক।' রসুল করিম (দঃ) মানুষকেস্রষ্টার নির্দশিত পথে চলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। আল্লাহর বিধান কোরআনের পবিত্র বাণী প্রচারের জন্যই তা'র আগমন। তাঁর উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, যাহার সম্বন্ধে কোরআন বলে ঃ

"হে রছুল তোমার নিকট তোমার প্রভু হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর, যদি তাহা না কর তবে তোমার নিকট প্রেরীত বানী বহনের কিছুই কর নাই। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করবেন। নিশ্চরই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পথ দেখান না।" (মায়দা-৩৭)

এই নির্দেশ পালনের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান তিনি। তিনি তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনের ভিতর তৌহীদের বীজ বপন করে যান। তাঁর জীদ্দশায় শুধুমাত্র আরব ভুখণ্ড ইসলাম কবুল করে। বিশ্বের অধিকাংশ

মানুষ তখন স্রষ্টার মনোনীত ধর্ম হ'তে দূরে ছিল। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসম্পূর্ণ কার্য সমাধা করার দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর শিষ্যদের উপর। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নির্দেশ দিয়ে যান ঃ

"হে আমার শিষ্য মণ্ডলী, তোমরা ধর্মীয় কর্ত্তব্য কর্ম ও কোর আন শিক্ষা করিয়া বিশ্বের সকল মানুষকে তাহা শিক্ষা দাও, কেননা আমি মৃত্যুর অধীন।"

রছুলুল্লাহ (দঃ) ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের যুগকে বলা হয় ইসলামের স্বর্ণযুগ। তখন মুসলমানদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্মিয় কর্ত্তব্য সমুহ নিষ্ঠার সহিত পালন কোরয়ান শিক্ষা করা এবং বিশ্বের সকল মানুষের নিকট তাহার ব্যাপক প্রচার করা। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর খেলাফতের মুখোশে রাজতন্ত্রের প্রচলন হ'লেও তবলীগে তারা পিছপা হন নাই, যার ফলে সুদূর স্পেন হ'তে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছিল। পরবর্ত্তি যুগে মুসলমানদের অনেক উত্থান পতন হয়, তাদের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে যায় কিন্তু তবলীগে তাঁদের শিথিলতা দেখা যায় নাই। অনেক মহা মানব পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তবলীগ কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। বিশ্বের মানুষকে বিশ্বধর্ম্মের ছায়াতলে আনবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করেন।

যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের ভিতর এই তবলীগ কার্য (যাহাকে জেহাদে আকবর বলা হয়) বলবৎ ছিল, ততদিন তাদের ভিতর ইসলামি জোশও বিদ্যমান ছিল, এবং ততদিন তারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিচিত ছিলে। যখন মুসলমানগণ তাদের দায়িত্ব হতে বিচ্যুত হ'ল, যখন তারা আল্লাহর আদশ রছুলুল্লাহর নির্দ্দেশ ভুলে দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট হল, তখন হতেই তাদের দুর্দ্দিন দেখা দিল। আমাদের এদেশে যে সকল মহাপুরুষ ইসলাম প্রচারে আসেন তাঁদের যুগও প্রায় তিন-চার শত বৎসর পূর্ব্বে শেষ হয়ে গিয়েছে। হযরত শাহজালাল (রঃ), হযরত শাহ মখদুম (রঃ), হযরত বায়জিদ বোস্তামি (রঃ), হযরত শাহ ফরিদ (রঃ), হযরত খানজাহান (রঃ), হযরত মাহিসরওয়ার (রঃ), হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রঃ), হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী (রঃ), এর যুগ এখন অতীতের কাহিনী। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ), হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ), হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রঃ), ও প্রায় তিনশ থেকে দেড়শ বৎসর পূর্বে গত হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের সময় তাঁদের চেষ্টায় ইসলামের আলোক কিছুটা থাকলেও গত দেড়শ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় মুসলমানগণ এক অসহায় অবস্থার ভিতর পড়ে আছে। এর অন্যতম কারণ তবলীগ তথা ইসলাম প্রচার হতে তাদের দূরে অবস্থান। তবলীগ এখন ইতিহাসের কথা হয়ে পড়েছে।

মুসলমানদের ভিতর আজ যাহারা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবী করেন, তারা পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে খৃষ্টিয় ভাবধারায় জীবনকে পরিচালিত করছেন। সাধারণ মুসলমানদের ভিতর ধর্ম্ম এক রছম রেওয়াজ রূপে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদের ন্যায় ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করলেও তাতে কোন প্রাণ নাই। কোরান সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। রসুলের (দঃ) ভবিষ্যৎ বাণী, "ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকিবে না ; কোরানের বানী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না ; মসজিদগুলি বড় বড় এমারত হইবে কিন্তু তাহাতে হেদায়েত থাকিবেনা ; আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হইবে আলেমগণ।"—বর্ত্তমান মুসলমানদের

ভিতর পূর্ণরূপে ফলে গেছে

মুসলমানদের উন্নতির যুগে যে খৃষ্টান ধর্ম একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ছিল; যারা মুসলিম প্রচারকদের নিকট ক্ষুদ্র মক্ষিকার ন্যায় প্রতীয়মান হত, আজ তারাই দুনিয়ার প্রধান জাতি। আজ তাদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে মুসলমানদের থাকতে হয়। যে ধর্মকে আল্লাহি বিশ্ব ধর্ম করে পাঠিয়েছেন, সেই ধর্মাবলম্বী আজ বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র এক চতুর্থাংশ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে উদ্দীপনা নিয়ে মুসলমানগন প্রচারকার্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন' এখন তাহার কণা মাত্রও বিদ্যমান নাই। আজ বিশ্ববাসীকে ইসলামের ছায়াতলে আনবার পরিবর্তে অনেক মুসলমান ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যে প্রচারকার্য মুসলমানদের জন্য অবশ্য করণীয় ছিল, খৃষ্টানগণ তাহারই অনুসরণে সংখ্যাধিক্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। তবে কি আল্লাহ কোরানে মুসলমানদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাহা মিথ্যা হয়ে যাবে?

কোরান বলে ঃ—

"হুয়াললাজী আরছালা রাছুলাহু বেল হুদা ওয়া দ্বীনেল হক্কেলে ইয়োজহেরাহু আলাদ্বীনে কুল্লেহি ওয়ালাও কারেহাল মোশরেকুন।" (সাফ—১৩)

"তিনিই যিনি মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য সত্য ধর্ম্মকে দিয়া এই রছুল পাঠাইয়াছেন এবং তিনিই যিনি সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিবেন, পৌত্তলিকগণ যতই বিরোধিতা করুক না কেন।"

মুসলমানদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে আপাত দৃষ্টিতে হতাশা আসলেও আল্লার ওয়াদা কখনও অপূর্ণ থাকতে পারে না।

হাদিস শরীফ থেকে জানা যায় যখনই মুসলমানগণ কোরনের শিক্ষা ভুলে যাবে, কোরাণ বর্ণিত পথ হতে সরে যাবে তখনই তাদেরকে পুনরায় সে পথে আনবার জন্য আল্লাহ প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে এক বা একাধিক হেদায়েতকারী মুজাদ্দিদ পাঠাবেন। তাঁহারা কোরানের আলোকে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য সর্ব্বসমক্ষে তুলে ধরবেন এবং মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে আল্লাহর পথে জেহাদ করবার জন্য পরিচালিত করবেন।

বর্ত্তমান জামানার মুসলমানদের পুনরায় আল্লা ও রছুলের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আজ তারা মুখে বলে. "আমরা আল্লাহ ও তার রছুলের প্রতি ঈমান রাখি", কিন্তু কার্য তার বিপরীত। এই ঈমানের দুর্বলতার দরুন আল্লার পথে জেহাদ হ'তেও তারা দুরে সরে গিয়েছে যার ফলে কঠোর আজাব সমূহ দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত। আজ মুসলমানদের কোন জামাত নাই। খেলাফত রূপ আল্লার রজ্জু ছিন্ন করার ফলে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্‌র পথে জেহাদে অংশ গ্রহনের পরিবর্ত্তে তারা দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দ প্রভাব প্রতিপত্তিলাভের জেহাদে মত্ত। আল্লার পথে অর্থদানের পরিবর্ত্তে ছল চাতুরির মাধ্যমে শুধু অর্থ উপার্জনেই ব্যস্ত। শতাব্দির শিরোভাগে মোজাদ্দেদ আগমন দ্বারা মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ইসলাম প্রচারের জন্য যে জেহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে বর্ত্তমান শতাব্দির শেষ পর্যায়েও তারা তেমন কোন মহাপুরুষের আগমনের খবর রাখেন না।

গত চৌদ্দ শত বৎসরের ভিতর বর্ত্তমান শতাব্দির মুসলমানগনই যে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছেছে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরূপও শোনাযায় রছুলুল্লাহ্‌র (দঃ) আগমনের পূর্বের মানুষের চাইতেও বর্ত্তমান জামানার মানুষ নিম্ন পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। এও বলতে শুনা যায় এরূপ অধঃপতিত মুসলমানদের

জন্য রাছুলুল্লাহ (দঃ) ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের আগমনের প্রয়োজন। কোরান, হাদিস আলোচনা করলেও জানা যায় মুসলমানদের চরম অধঃপতনের সময় রছুলুল্লাহর বুরুজ রূপে একজন চরম আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের আগমন হ'বে যিনি ঈমানকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন।

কোরান মজীদ বলে ঃ-- "তিনিই যিনি নিরক্ষর লোকদের নিকট তাহাদের ভিতর হতেই একজন রছুল পাঠাইয়াছেন। যিনি তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন। তাহাদিগকে পবিত্র করেন, কেতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন, যদিও তাহারা স্পষ্ট অজ্ঞতার ভিতর আছে। এবং পরবর্ত্তিগণের ভিতরও তিনি (আসিবেন), যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই।" (জুমা—২৩)

পরবর্ত্তি গণের ভিতর যাঁহার আসার কথা কোরানে বলা হয়েছে হাদিসে তাহাকেই ইমাম মাহদী (আঃ) বলা হ'য়েছে। কোরান ও হাদিস পাঠে জানা যায় বর্ত্তমান শতাব্দীর শিরোভাগই তাঁর আগমনের উপযুক্ত সময়। চলতি শতাব্দির শিরোভাগে সংঘটিত বিভিন্ন নিদর্শনাদিও তাঁহার আগমন ঘোষণা করেছে। বিভিন্ন তফছির কারক এবং মোহাদ্দেসগণের পুস্তকাদি পাঠে জানা যায় বিভিন্ন ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দানের যে ওয়াদা আল্লাহ করেছেন তা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর জামানায়ই পূরণ হবে।

আল্লার এই ওয়াদা পুরণের জন্য হযরত রছুল করিম (ছঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণী মোতাবেক এই প্রতিশ্রুত মহা পুরুষকে আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত সময়েই জগতে প্রেরণ করেছেন, তিনিই হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাউদ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ), কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই তাঁহাকে এখনও চিনে নাই। কোর আনের ভাষায় এখনও তাহারা স্পষ্ট অজ্ঞতার ভিতর আছে। তিনি এসে পুনরায় মানুষকে তার স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্ত্তনের আহ্বান জানিয়েছেন। ইহার অন্যথা করা হলে কঠোর আজাবের সম্মুখীন হ'তে হবে বলেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন।

জামাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি ইসলাম প্রচারের ভিত্তিমূল পূণ স্থাপন করেন। তাঁর পরলোক গমনের পর হাদিসের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী "খেলাফতে-মিনহাজে নবুয়ত" বা নবুয়তের ভিত্তিতে খেলাফত পুঃনস্থাপনের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। এই জামাতের বিগত ৭০ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কিভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ এগিয়ে চলেছে তাহা অনুধাবন করা যাবে। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা পুরনের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এ সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন ঃ—

"দেখ ঐ যুগ দূরে নহে পরন্তু নিকটে আসিয়া গিয়াছে যখন আল্লাহ এই সিলসিলাকে পৃথিবীতে অত্যন্ত বরনীয় করিয়া তুলিবেন। ইহা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে প্রসার লাভ করিবে এবং দুনিয়াতে ইসলাম বলিতে একমাত্র এই জামাতকেই বুঝাইবে।"

(তোহফায়ে গোলবাড়িয়া)

ইহা তখনকার কথা যখন তাঁকে কেহই চিনত না। নিম্নের একটিমাত্র স্বীকৃতি হতেই উপরে বনিত ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঃ

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের খৃষ্টান অধ্যাপক এস, জি উইলিয়ামসন তাহার "খৃষ্ট অথবা মোহম্মদ" পুস্তকে বলেছেন যে,—

ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে উপকুল বর্ত্তি এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। শীঘ্র গোল্ড কোষ্টের সকল অধিবা-

সীদের খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হইবে। আমাদের ধারণার চাইতেও এ বিপদ অনেক বড় কেননা শিক্ষিত যুবকের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহমদীয়াতের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা খৃষ্টান ধর্ম্মের জন্য প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। ঠিক করিয়া বলা যায় না যে ক্রুস, অথবা হেলাল কে আফ্রিকাকে শাসন করিবে।

ইসলামের এরূপ বিজয়ের সময় মুসলমানগণ ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করার পরিবর্ত্তে বিরোধিতায় মেতে উঠেছে। জামানার অবস্থা যখন একজন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমনের প্রয়োজনীতা প্রকাশ করছে, তখন দাবীকারকের দাবী অস্বীকার করার পূর্ব্বে অন্য কোন দাবিকারককে পেশ করা বিরুদ্ধবাদী মুসলমানদের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান শতাব্দীশেষ হ'তে চলেছে অথচ কোন সংসকারককে তাঁরা পেশ করতে পারছেন না।

তাঁর দাবী স্বীকার না করার দরুণ মুসলমানগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভে বঞ্চিত। যে তেজারতের নির্দ্দেশ আল্লাহ ছুরা সাফে দিয়েছেন, খেলাফত হতে দূরে থাকায়া, তাঁরা আল্লাহর সে নির্দ্দেশ অমান্য করে চলেছেন। যার ফ.ল তাঁরা আজ কঠোর আজাবে নিপতীত। আজ তাদের ঈহুদী, খৃষ্টান, নাস্তিক ও পৌত্তলিকদের হাতে হতে হচ্ছে লাঞ্ছিত, অপমানিত। আল্লাহ সত্যানুসন্ধানীদের দৃষ্টি প্রসারিত করুন।

দোয়ার আবেদন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্তর্গত নাটাই নিবাসী জনাব আবদুল মতিন সাহেবের বিবি সুফিয়া বেগম সাহেবা দীর্ঘ দেড় মাস যাবৎ মেডিক্যাল হাসপাতালে আছেনে। তাঁর আরোগ্যের জন্য সকল বন্ধুগণের নিকট দোয়ার আবেদন রহিল!

শুভ বিবাহ

নারায়নগঞ্জ—১৫ই আগষ্ট, জনাব মিজানুর রহমান সাহেব (পিতা ডাঃ মোবারক আলী খান, ধানীখোলা, ময়মনসিংহ)-এর শুভ বিবাহ নারায়নগঞ্জ নিবাসী জনাব আনফারুদ্দীন সাহেবের কন্যা মুসাম্মাৎ সুফিয়া খাতুন সাহেবার সহিত ১৫০০ (দেড়শত টাকা) দেন মোহরে সুসম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বারকত করুন। আমিন।

বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচার কল্পে

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) কর্তৃক জারীকৃত

তাহ্রিকে-জাদীদ – এর পঁচিশ দফা

(১) সাদাসিদা জীবন যাপন করুন।

(২) বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারে আর্থিক কুরবাণীর মাধ্যমে অংশ গ্রহন করুন।

(৩) ছুটির দিনগুলি ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করুন।

(৪) যুবকগণ ধর্মের সেবায় জিন্দেগী ওয়াক্ফ্ করুন।

(৫) মৌসুমী ছুটিকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করায় অংশ গ্রহণ করুন।

(৬) নিজ সন্তানগণকে ধর্মের জন্য ওয়াক্ফ্ করুন।

(৭) পেন্সন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নিজেদেরকে ধর্মের সেবার কাজে পেশ করুন।

(৮) সম্পত্তি এবং আয় ওয়াক্ফ্ করায় অংশ গ্রহণ করুণ।

(৯) প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন জলসাতে ভাষণ দানে অংশ গ্রহণ করুন।

(১০) বিরুদ্ধবাদীদের অপবিত্র পুস্তকাদির জওয়াব প্রস্তুত করুন।

(১১) তাহ্রিকে জাদীদের "আমানত ফাণ্ডে" টাকা পয়সা জমা করুন।

(১২) কমপক্ষে পঁচিশ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী "রিজার্ভ ফাণ্ড" করুন।

(১৩) ছাত্রদের তালিম ও তরবীয়তের জন্য মরকজের (কেন্দ্রীয়) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রেরণ করুন।

(১৪) অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করুন।

(১৫) স্বহস্তে কাজ করবার অভ্যাস করুন।

(১৬) বেকার ব্যক্তিগণ দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়ুন, নিজে অর্থ উপার্জন করিয়া জীবন নির্বাহ করুন এবং আহমদীয়তের তবলিগ করিতে থাকুন।

(১৭) যিনি বেকার তিনি নগণ্য হইতে নগণ্যতর কাজ পাইলেও করিতে থাকুন।

(১৮) সেলসেলার মরকজে (কেন্দ্রে) বাড়ী তৈয়ারী করুন। ইহা দুনিয়া নয় বরং দ্বীন।

(১৯) ইসলামী কৃষ্টি বা তমুদ্দনের প্রতিষ্ঠা করুন।

(২০) জাতীয় সততা প্রতিষ্ঠা করুন।

(২১) রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

(২২) মহিলাদের জন্য শরিয়ত অনুমোদিত অধিকার সমূহ সংরক্ষণ করুন।

(২৩) "হিলফুল ফজুলের" ন্যায় প্রতিজ্ঞা করুন যে,আমরা নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রতী থাকিব।

(২৪) আহমদীয়া বিচারক (কাজী) সংস্থা প্রতিষ্ঠা করুন এবং তাহার মীমাংসা সমূহ মান্য করুন।

(২৫) তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য সমূহ সফল হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিতে থাকুন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৩৪ সনে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা করেন। আহমদীয়া জমাতের প্রত্যেক বন্ধুর স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কেবল চাঁদা দিলেই হুজুর আকদাসের (রাঃ) উক্ত নির্দেশ সমূহ পূর্ণ পালন হয় না। চাঁদা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি কথাকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করিলেই উক্ত ঘোষণা স্বার্থক রূপ পরিগ্রহ করিবে।

সংগ্রহ ও অনুবাদঃ
মোহাম্মদ মতিউর রহমান

প্রতিশ্রুত মসিহের যুগ

—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

ইসলামের চরমদুর্দিনে শেষযুগের ইসলাম তরীর কর্ণধার ইমাম মাহদী বা প্রতিশ্রুত মসিহ যে আবির্ভূত হবেন একথা নিঃসন্দেহে সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি যে এসে গেছেন এবং ইসলামের পুনরুত্থান পর্ব যে শুরু হয়ে গেছে একথা অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। এই অবিশ্বাসের পিছনে দু'টি কারণ আছে, একটি হল অজ্ঞতা, অপরটি ভ্রান্ত বিশ্বাস।

ইমাম মাহদী, মসিহে মওউদ সম্বন্ধে হযরত রছুলে করিমের (দঃ) কতিপয় ভবিষ্যদ্বানী এবং বর্তমান যুগে ইসলামের দুরবস্থা নিয়ে আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। এ ব্যাপারে পাঠক সমাজের কাছে আমরা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ধীরস্থির ভাবে বিষয়টি বিবেচনা ও চিন্তা করে দেখার জন্যও আবেদন জানাব।

ছুরা জুমআর আয়াত 'ওয়া আখারিনামিন হুম লাম্মা ইয়াল হাকু বিহিম' যখন অবতীর্ণ হল তখন উপস্থিত সাহাবাগণ এর অর্থ বুঝতে না পেরে মহান নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন আয়াতটির তাৎপর্য সম্বন্ধে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নবী আকরাম (দঃ) প্রসিদ্ধ ইরানী সাহাবী হযরত সালমানের (রাঃ) কাঁধে হাত রেখে বল্লেন, "লাও কানালইমানু মুয়াল্লিকান ইন্দাছ ছুরাইয়া লানা লাহু রাজুলুম মিন হাউলায়ী।" অর্থাৎ এককালে ইমান যখন পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যাবে, এমনকি সপ্তার্ষ মণ্ডলেও যদি উঠে যায় তবু এদের একজন অর্থাৎ ইরানী বংশোদ্ভূত কোন মহাপুরুষ তা আবার পৃথিবীতে পুনস্থাপন করবেন। (বোখারী, কিতাবুত তফছির)।

এই ব্যাখ্যা কোন মৌলবী মৌলানার গবেষনা প্রসূত নয় বরং স্বয়ং কোরআনের মহান বাহক এই আয়াতের অন্তরনিহিত সত্য সকলের কাছে প্রকাশ করে দিয়ে সকল প্রকার সংশয় থেকে আমাদেরকে চিরতরে মুক্ত করে গিয়েছেন। তাই আমরা কোরানের উক্ত আয়াতের হাদিছ বর্নিত তফছির দ্বারা স্পষ্ট ভাবে জানতে পারি যে কোন যুগে ইসলামের যখন অবনতি ঘটবে, দুনিয়াতে প্রকৃত ইমানদারের অভাব দেখা দিবে তখন মহানবীর গুনে গুনান্বিত অর্থাৎ মোহাম্মদী সিফতে ভূষিত পারশ্য বংশীয় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। তিনি মোহাম্মদ আলআরাবীর (দঃ) ধর্মের পূর্ণ হেফাজত ও তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে জগতে প্রচার কল্পে সাহাবীদের জমাতের ন্যায় এক ক্ষুদ্র জমাত গঠন করে ইসলামে নব প্রাণের সঞ্চার করবেন। সমস্ত বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি দীন ইসলামকে জয়যুক্ত করে তুলবেন। এক কথায় তাঁর আগমন রূপক ভাবে মহানবীর দ্বিতীয় আগমন রূপেই চিত্রিত হবে। ইসলামের এই প্রতিশ্রুত যুগের কথা বলতে গিয়ে একদা রছুল করিম (দঃ) বলেছিলেন, মাছালু উম্মাতি কামাছালেল মাত্‌রে, লাইউদরা আওয়ালুহু খায়রুন আম আখিরুহু। অর্থাৎ—আমার উম্মতের অবস্থা বৃষ্টি পাতের ন্যায়, এর প্রথম ভাগ উত্তম কি শেষভাগ উত্তম তা ঠিককরে বলা মুশ্‌কিল—(তিবরানী)—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই হাদিছকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "বহুসংখ্যক হাদিছে ইসলামের পরবর্তী একটি যুগের সংবাদ দেওয়া

হয়েছে। সেযুগের কল্যাণ এবং বৈশিষ্ট্য ইসলামের প্রাথমিক যুগকে জীবন্ত করে তুলবে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের প্রাথমিক যুগ ভাল ছিল না পরবর্তী অনাগত যুগ ভাল হবে তা বলা সম্ভব নয়।'—(মছালায়ে খিলাফত) এই ভবিষ্যদ্বানীর আলোকে দেখা যায় যে, যেরূপ প্রাথমিক যুগে ইসলাম অল্প সংখ্যক মুসলিমের কুরবানী দ্বারা জগতে প্রচারিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি শেষ যুগেও একদল সল্প সংখ্যক উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুসলিমের ত্যাগের ফলে ইসলাম সমগ্র বিশ্বে জয়যুক্ত হবে। এ সম্বন্ধে ইসলামের মহান প্রবর্তক অন্যত্র বলেছিলেন, "বাদায়াল ইসলামু গারীবান ওয়া ছায়াউদু কামা বাদা, ফাতুবালিল গুরাবায়ী,, অর্থ—প্রাথমিক যুগেও ইসলামে যেরূপ অল্প সংখ্যক কর্মী ছিল; ঠিক তেমনি শেষ যুগেও ইসলামের একটি ক্ষুদ্র দল থাকবে। তবে সেই অল্প সংখ্যক ত্যাগী মুসলিমই ধন্য।" (মুসলেম)। প্রতিশ্রুত মসিহের যুগে ইসলামের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে মহানবী (দঃ) বলেছেন; "লাম ইয়াবকা মিনাল ইসলামে ইল্লা ইছমুহু ওলা ইয়াবকা মিনাল কোরআনে ইল্লা রাছমুহু মাছাজিদুহুম আমেরাতুন ওয়াহিয়া খারাবুন মিনাল হুদা, উলামাউহুম শারুমান তাহ্‌তা আদিমিছ ছামায়ী মিন ইনদিহিম তাখ্‌রুজুল ফিৎনাতু ওয়া ফিহিম তাউদ (বয়হকী) অর্থাৎ ঐ যুগে শুধু নামেমাত্র ইসলাম থাকবে, কোরআন শরীফের শিক্ষার উপর আমল করা হবে না, ইহা কতিপয় অক্ষরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে; যদিও সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মিত হবে কিন্তু তা থেকে কোন হেদায়াত প্রচারিত হবে না। আলেমেরা আকাশের নীচে সব চাইতে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে, তাদের সৃষ্ট ফেৎনা ফছাদের সকল পরিণাম তারাই ভোগ করবে।" উম্মতের অধঃপতন সম্বন্ধে তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন, "লাইয়াতি আল্লা আলা উম্মতি কামা আতা আলা বনিইসরাইল (তিরমিজী) অর্থাৎ মুসলমানরা হুবহু ইহুদীদের অনুরূপ হয়ে যাবে।" মুসলমান এবং ইসলামের অসহায় অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে যেয়ে তিনি অন্যত্র বলেছেন, "কোন এক পাত্রে খাদ্য নিয়ে যেরূপ লোকদেরকে খাবার জন্য আহ্বান করা হয় ঠিক তেমনি ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যও বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের লোক চতুর্দিক থেকে ধাবিত হবে।" আখেরী জামানা সম্বন্ধে এধরনের আরো অসংখ্য বর্ণনা বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। আমরা এখানে এইসব উদ্ধৃতি দ্বারা আলোচনাকে আর দীর্ঘ না করে উল্লিখিত হাদিস গুলিকে বর্তমান যুগের উপর প্রয়োগ করে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখব যে এই যুগই প্রকৃত পক্ষে সেই প্রতিশ্রুত যুগ কি না।

সমসাময়িক কালের চিত্র সাধারণতঃ কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠে তাই আমরা হাল জমানার কতিপয় কবি ও সাহিত্যিকের সাক্ষ্যকেই এখানে পেশ করব।

কবি হালী প্রসিদ্ধ 'মুছাদ্দাছ' এ (১৮৭৯) লিখেছেন

"রাহাদীন বাকী না ইছলাম বাকী,
এক ইসলাম কা রহ্‌গিয়া নাম বাকী।"

অর্থঃ—দীন বা ইসলাম এর কোনটাই অবশিষ্ট নাই, থাকার মধ্যে শুধু ইসলামের নামটাই আছে।

কবি ইকবাল 'বাঙ্গেদারা' পুস্তকে লিখেছেন,

"ওজামে তুম হো নাছারা তোতমদ্দুন মেহনুদ;
ইয়ে মুছলমা হ্যায় জিনহে দেখকে শরমায়ে ইয়াহুদ?

অর্থঃ— আজকালকার মুসলমানদের আকৃতি যেমন খ্রীষ্টানদের ন্যায় তেমনি প্রকৃতি হল হিন্দুদের মত এধরনের মুসলমানকে দেখে ইহুদীও লজ্জা পেয়ে থাকে।

রছুল করিম (দঃ) বলেছিলেন, মুসলমানেরা ইহুদীর ন্যায় হয়ে যাবে, কিন্তু সাক্ষী বলছেন, ওরা

ইহুদীর চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে গেছে।

আলেম সমাজের কথা বলতে গিয়ে ইকবাল অনেক কিছুই লিখেছেন এখানে শুধু একটা উক্তিই যথেষ্ট মনে করি। যথা ঃ—

"কারে মোল্লা ফি ছাবিলিল্লাহ ফেছাদ'
কারে কাফির ফি ছাবিলিল্লাহ্‌ জেহাদ।"

অর্থাৎ-যাদেরকে কাফির বলে ফতোয়া দেওয়া হয় তারাই সত্যিকার ভাবে আল্লার পথে জেহাদ করে চলেছেন, কিন্তু মোল্লারা শুধু ফেছাদ সৃষ্টি করা নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের কবি নজরুলও বলেছেন,

"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও পিছে,
বিবি তালাকের ফতোয়া খুজিছি ফেকাহ ও হাদিছ চষে।"

অনেকেই বিশ্বে সত্তর কোটি মুসলমান আছে বলে গর্ব করে থাকেন, কিন্তু এর জবাবে কবি বলেছেন,

"বাহিরের দিকে যত মরিয়াছি ভিতরের দিকে তত,
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত।"

প্রসিদ্ধ 'খালেদ' কবিতায় আফসোস করে কবি বলছেন, "খালেদ! জজিরাতুল যে আরবের পাকমাটি পলিদ হইল, খুলেছে সেখানে ইউরোপ পাপের ভাটী।" উল্লেখিত কবিতাগুলিতে আমরা হাদিস বর্ণিত ইসলাম, মুসলমান এবং উলামাদের দুরবস্থার চিত্র অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখছি। ইসলাম এবং মুসলমানের চরম অধঃপতন সম্বন্ধে শুধু যে কবি সাহিত্যকগণই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তাই নয় বরং মুসলীম সমাজের বিখ্যাত আলেমগণও এব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে দুটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

(এক) "ইহা সত্য কথা যে, কোরআন করিম আমাদের মধ্যে থেকে একেবারে উঠে গেছে। নামে মাত্র আমরা কোরআনের উপর বিশ্বাস রাখি। কিন্তু মনের দিক দিয়ে একে সাধারণ, অতি সাধারণ পুস্তক বলে জানি। (আহ্‌লে হাদিছ পত্রিকা ১৪ ই জুন ১৯২২ ইং।

(দুই) "এখন ইসলামের মাত্র নাম ও কোরআনের মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট আছে। মসজিদ গুলি বাহ্যিক ভাবে আবাদ, কিন্তু একেবারে হেদায়াত শূন্য। এই উম্মতের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল জীব থেকে নিকৃষ্টতর।" (একতারা বাতুস সায়াত, ১২ পৃষ্ঠা)।

ইসলাম ও মুসলিমের এ হেন অধঃপতন ও দুর্বলতার সুযোগে ইসলামকে চির তরে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য চার দিক থেকে বহু শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এদের মধ্যে খ্রীষ্টান এবং নাস্তিকরাই প্রধান। ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের প্রচার কার্যের একটা নক্‌শা নিম্নে উদ্ধৃত রিপোর্টটিতে পাওয়া যাবে। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক জন হেনরী বারুজ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তার এক ভাষনে বলেন, "আমি অবশ্যই মুসলিম দেশগুলিতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের নমুনা পেশ করতে চাই.—ক্রুশীয় মতবাদের উজ্জল জ্যোতি যেমন একদিকে লেবানন, অন্যদিকে পারস্য পর্বতমালা এবং বসফরাসের স্বচ্ছ জল রাশিকে আলোকে উদ্ভাসিত করেছে তেমনি অদূর ভবিষ্যতে কায়রো, দামেস্ক এবং তেহরান ও যীশুর সেবকবৃন্দের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। এমনকি ক্রুশীয় মতবাদ নির্জন আরবের নীরবতা ভঙ্গ করে যীশু খ্রীষ্টের ভক্তবৃন্দের দ্বারা মক্কার খোদ কাবায় প্রবেশ লাভ করবে। (Christianity, The world wide religion)

নাস্তিকতার অগ্রদূত ও পৃষ্ঠপোষক এবং ধর্ম ও আল্লার অস্তিত্বকে আফিং এর সঙ্গে তুলনাকারী লেনিন (জন্ম, ১৮৭০) এবং সহযোগী ষ্টালীন (জন্ম, ১৮৭৯) এবং শিষ্য মাওত্‌ সেতুং (জন্ম, ১৮৯৩) এর জন্মও এই উনবিংশ শতাব্দীতে।

লেলিন বলেল, The impotence of the exploited classes in struggle with the exploiters inevitably gives birth to faith in a better life beyond the grave, just as the impotence of primitive people in struggle with nature gives birth to gods..... Religion is opium for the people. অর্থাৎ শোষকরা শোষনের হাতিয়ার হিসাবে ধর্মের জন্মেদয় এবং প্রাথমিক যুগের অসভ্য মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে যেয়ে খোদাকে সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত পক্ষে এইসব বিশ্বাস মানুষের জন্য আফিং স্বরূপ। অন্যত্র বলেন, Aetheism is a natural and inseparable part of Marxism. অর্থাৎ-নাস্তিকতা স্বাভাবিক বিষয় এবং মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। (Religion, page-19)

পৃথিবীর বুকে নতুন আলোড়ন সৃষ্টিকারী কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) এবং এঙ্গেলস্ (১৮২০-১৮৯৫) তাদের মেহনতি মানুষের বাইবেল অর্থাৎ দাস কাপিটাল জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৬৭ সালে। মার্কস বলেন, "আমাদের কাছে এই জড় জগৎ ছাড়া আর কোন সত্তা নেই। (Marx's Selected works, Eng. Edn Vol Page 435) এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, All religion, however is nothing but the fantastic reflection in men's minds. অর্থাৎ-সমস্ত ধর্মই মানুষের অবাস্তব কল্পনার ফল।

এক দিকে খ্রীষ্টান ধর্মের ব্যাপক ইসলাম বিরোধী প্রচারনা অপরদিকে আল্লার অস্তিত্ব ও ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিক শক্তিগুলির প্রচণ্ড হামলা যখন চরম আকার ধারণ করল, তখন প্রচলিত প্রবাদ বাক্য 'দুঃসময়ে বেঙ ও ঠেং দেখার' এর ন্যায় দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) আর্য সমাজ নামে এক ধর্মীয় মতবাদের সৃষ্টি করে ইসলাম এবং তার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার উপর যথেচ্ছ—আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল।

শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে হাজার হাজার জন্মগত মুসলমান পৌত্তলিক ধর্মে দলেদলে দীক্ষা নিতে লাগল। ইসলাম যখন বহিঃশত্রু দ্বারা এমনি ভাবে চারদিক থেকে আক্রান্ত ঠিক তখন হোসেন আলী (বাহাউল্লা, ১৮১৭—১৮৯২) নামক এক ব্যক্তি উম্মে ছালমা নাম্নী এক মহিলার পরামর্শে কোরআনের শরীয়ত মনুছখ বা রহিত হয়ে গেছে বলে ঘোষনা করল। বাহাউল্লার মতে কোরআনের আয়ু এক হাজার বৎসর। নূতন বাহাই ধর্মের শরীয়ত গ্রন্থের নাম— 'আকদছ।'

এক কথায় ইসলাম তখন ঘরে ও বাইরে শত্রু পরিবেষ্টিত। মসিহে-মওউদ (আঃ) এই অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে যেয়ে এক জায়গায় বলেছেন, "চারিদিকে কুফর আজি এজিদ-সৈন্য যেন,

মোহাম্মদী ধর্ম একা জয়নাল আবদীন হেন।"

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করে দেখুন, প্রত্যেক নবীর যুগের কথা একবার স্মরণ করুন! ধর্মের ইতিহাসে এমন ভয়াবহ যুগের আর কখনও সন্ধান পাওয়া যাবে না। অধর্ম বলুন, কুধর্ম বলুন, নাস্তিকতা বা ধর্ম হীনতার কথাই আলোচনা করুন, এমনটি আর কোন কালেই দেখতে পাবেন না। সকল যুগের সমস্ত মন্দ আজ এক সঙ্গে এসে আত্মপ্রকাশ করেছে। মার্কিন জাতি বর্তমানে সব চাইতে জ্ঞানী, গুনী এবং উন্নত, সভ্য বলে জগতে পরিচিত। অতীতের মানুষের কল্পনাকে তারা বাস্তবে রূপদান করেছে। নীল আকাশের বুকে পাড়ি দিয়ে তারা চাঁদকে জয় করেছে। মানব জাতির মধ্যে-একমাত্র তাদের পদচিহ্নই চাঁদের বুকে অঙ্কিত হয়েছে। এ হেন উন্নত জাতির চরিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন! প্রতিদিনকার পত্র-পত্রিকায় তাদের সামাজিক জীবনের চিত্রের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন, আদিম যুগে

মানুষ যখন অসভ্য ছিল তখন পাহাড়ে, গুহায়, কন্দরে অন্ধকারে তারা যে ভাবে পশুর ন্যায় যথেচ্ছ জীবন-যাপন করত আজ তাই তারা করছে ক্লাবে, মঞ্চে, সমাজ গৃহে, প্রকাশ্য দিবালোকে, বিজলী বাতির উজ্জল আলোকে। আমেরিকার প্রখ্যাত খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রচারকের সহসর্মিনী মেডাম বিলি গ্রেহাম একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমেরিকায় যে ধরণের অন্যায় এবং ব্যাভিচারের প্রবল স্রোত প্রত্যেহ প্রবাহিত হচ্ছে তার জন্য যদি আল্লাতা'লা শাস্তি স্বরূপ কঠিন আজাব প্রেরণ না করেন তাহলে তাঁকে অবশ্যই (লুত নবীর দেশ) সদোম ও আমুরা বাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।"

মিসেস গ্রেহাম আমেরিকা বাসীর জন্য কঠোর শাস্তি কামনা করলেও কোন সংশোধনকারী প্রেরণের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করেন নাই, যদিও তিনি বিশ্বাস করেন যে মসিহ (নবীউল্লা) আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে পুনরায় পাপমুক্ত করবেন। খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন কোন দল জগতের এই ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করে মসিহের আগমনের নির্দ্ধারিত তারিখ পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছেন। তাদের বিশ্বাস, Jesus Christ would return during the year from March 21, 1843 to March 21st 1844 (Religion in the United states, By Benson. Y. Landis)

শুধু খ্রীষ্টানই নয়, দ্বাদশ হিজরীর মোজাদ্দেদ শাহ্‌ ওয়ালী উল্লা (রাঃ) যথা সময়ে এলান করে দিয়েছিলেন, "আল্লামানি রাবিব জাল্লা জালালুহু আন্নাল কিয়ামাতা কাদিক তারা বাত ওয়াল মাহ্‌দীয়া কাদ (তাহাইয়া লিল খুরুজ)। তেফহিমাতে এলাহিয়া, জিলদ—২,পৃঃ ১২৩) অর্থাৎ মহান আল্লা আমাকে জানিয়েছেন যে উত্থান কাল অতি নিকটবর্তী এবং মাহদী প্রকাশিত হওয়ার সময় খুবই সন্নিকটবর্তী।' দুনিয়ার অস্বাভাবিক হালচাল লক্ষ্য করে মুসলমান সমাজের অন্যান্য উলামারাও ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আগমণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বললেন, 'এখন চৌদ্দ শতাবদী আমাদের মাথার উপর। এই কিতাব লেখা পর্যন্ত ছয় মাস গতও হয়ে গেছে। হয়ত আল্লাতালা তাঁর ফজল আদল, রহম করম নাজিল করবেন, ফলে আগামী চার ছয় বৎসরের মধ্যে মাহ্‌দী জাহির হয়ে যাবেন।" ইকতেরাবুছ ছায়াত, ২২১ পৃঃ)।

প্রতিশ্রুত যুগের সমস্ত লক্ষনই যখন যথাযথ রূপে পূর্ণতা লাভ করল তখন আল্লাতালা তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী ইমাম মাহদী ও মসিহকে (আঃ) প্রেরণ করলেন মানব জাতির উদ্ধার কল্পে। তিনি আল্লার নির্দেশে কাল মার্কস ও দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে এবং এঙ্গেলস এর মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে মার্চ মোতাবেক ১৩০৬ হিজরীর ২০ শে রজব, এবং ১২৯৬ বাংলার ৬ ই চৈত্র এলাহী জমাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছিল যে, "হাত্তা ইউদরিকাহু বিবাবে লুদ্দা ফাইয়াকতুলুহু।" (মুসলেম)—অর্থাৎ মাহ্‌দী (আঃ) লুদ নামক স্থানে দাজ্জালকে বধ করবেন। এই লুদেরই রূপান্তরিত নাম লুধীয়ানায় তিনি তাঁর জমাতের প্রথম বয়াত গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে বাহ্‌লুল লুদীর পুত্র সিকান্দর লুদীর শাসন আমলে ১৪৮১ খৃঃ এই লুদিয়ানা সহরের পত্তন হয়। এই লুদী শব্দ থেকেই লুধীয়ানা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। হাদিসের 'লুদ্দ' লুদীরই নামান্তর। পাদ্রী এম, এ শিরিং লিখেছেন, The first missiom introduced into the country of the five rivers was established at Ludhiana by the American presby terians in 1834 (History of protestant

Missions in India, Page 218, London 1875) অর্থাৎ পঞ্চ নদের দেশে সর্বপ্রথম লুধীয়ানাতেই ১৮৩৩ সালে খ্রীষ্টান মিশন স্থাপিত হয়। উল্লেখ যোগ্য যে এর মাত্র কয়েকমাস পরেই ১৮৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাসিহে মাওউদ (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।

ইছা (আঃ) অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন। যথা, "সন্ধ্যা হইলে তোমরা বলিয়া থাক, পরিস্কার দিন হইবে, কারণ আকাশ লাল হইয়াছে। আর প্রাতঃকালে বলিয়া থাক, আজ ঝড় হইবে, কারণ আকাশ লাল ও ঘোর হইয়াছে। তোমরা আকাশের লক্ষণ বুঝিতে পার কিন্তু কালের চিহ্ন সকল বুঝিতে পার না।" (মথি, ১৬ঃ২, ৩)

ইছার (আঃ) নসিহতকে সামনে রেখে যুগের লক্ষণাবলীকে ভাল ভাবে বিচার বিবেচনা করে আমরা কি সত্যকে চিনে নিতে পারব না? মসিহে মওউদ (আঃ) বলেন,—

"অক্‌ত থা অক্‌তে মসিহা না আওর কিসিকা অক্‌ত
ম্যায় না আতা তো আওর কোই আয়া হোতা।'

অর্থাৎ—এই যুগ প্রতিশ্রুত মসিহের যুগ ব্যাতিত অন্য কারো নয়, আমি যদি না আসতাম তাহলে অন্য কাউকে হলেও মসিহ্‌রূপে আসতে হত।

সংবাদ

ময়মনসিংহে পবিত্র কোরআনের বিশেষ দরছ

বিগর ১৬ই জুলাই রবিবার 'দারুল হাম্‌দ' এ এক বিশেষ দরছের আয়োজন করা হয়। এতে সহরের যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং চাকুরী জীবি অংশ গ্রহণ করেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনের দুইজন অষ্ট্রেলিয় প্রচারক এবং একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টানও এতে উপস্থিত ছিলেন। জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী কোরআন নামের অর্থ এবং সার্থকতা বর্ণনা করে পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থ সমূহের সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বিছমিল্লার ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তৌরাতের ভবিষ্যৎদ্বানীর উদ্ধৃতি পেশ করে মহানবীর (দঃ) সত্যতা অকাট্যরূপে প্রমান করেন। আলোচনা শেষে খ্রীষ্টান মেহ্‌মানদের অনেকগুলি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করা হয়। প্রশ্নোত্তর এতই আকর্ষণীয় ছিল যে উপস্থিত সকলেই তা আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় তালীম তরবীয়তী ক্লাশ

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পরিচালনায় গত ১৮ই জুন হইতে ২৪ শে জুন পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী তালীম তরবীয়তী ক্লাশ সুষ্ঠ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়েছে। খোদ্দাম ও আতফাল সহ প্রায় ৫০ জন ছাত্র এই ক্লাশে অংশগ্রহণ করে। উক্ত ক্লাশে কোরআন, হাদীস, মসিহ মাউদ (আঃ) এর পুস্তক, বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ২৫ শে জুন রবিবার মাগরেবের নামাজের পর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত ক্লাশে যোগদানকারী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দেশীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ-সম্পাদক উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত, শিরক বা (খোদাতায়ালার) অংশীবাদিতা হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমণ, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তির ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িবে, রসুলে করিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রসংশা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোনো উপায়ে আল্লার সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোনো মুসলমানকে কোনো প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়ছালা মানিয়া লইবে। কোনো বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, এবং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে। এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোত ভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যানে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও পবিত্র হইবে যে, দুনিয়ার কোনো প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক বা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এস্তেহার তকমীলে তবলীগ,
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও তাঁর পবিত্র আত্মা খলিফাগনের ও তাঁর পুন্যাত্মা অনুসারীগনের লেখা পাঠ করুনঃ—

* The Holy Quran. with English Translation		Ta. 125.00
* The Introduction & Commentry of The Holy Quran	(5 vol.)	
* The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	Ta. 2.00
* Ahmadiyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	Ta. 8.00
* Invitation to Ahmadiyat	,,	Ta. 8.00
* The Life of Muhammad (P. B.)	,,	Ta. 8.00
* The New World Order	,,	Ta. 3.00
* The Economic Structure of Islamic Society	,,	Ta. 2.50
* Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Ta. 0.62
* Attitude of Islam Towards Communism	Moulana A.R. Dard (R)	Ta. 1.00
* The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Ta. 0.50
* কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	Ta, 1.25
* ধর্মের নামে রক্তপাত	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Ta. 2,00
* আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	Ta. 1.00
* ইসলামেই নবুয়াত	,,	Ta. 0.50
* ওফাতে ঈসা	,,	Ta. 0.50

ইহা ছাড়া :—

* বিভিন্নধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ, এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা-১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Rabin Printing & Packages

For the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1

Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.